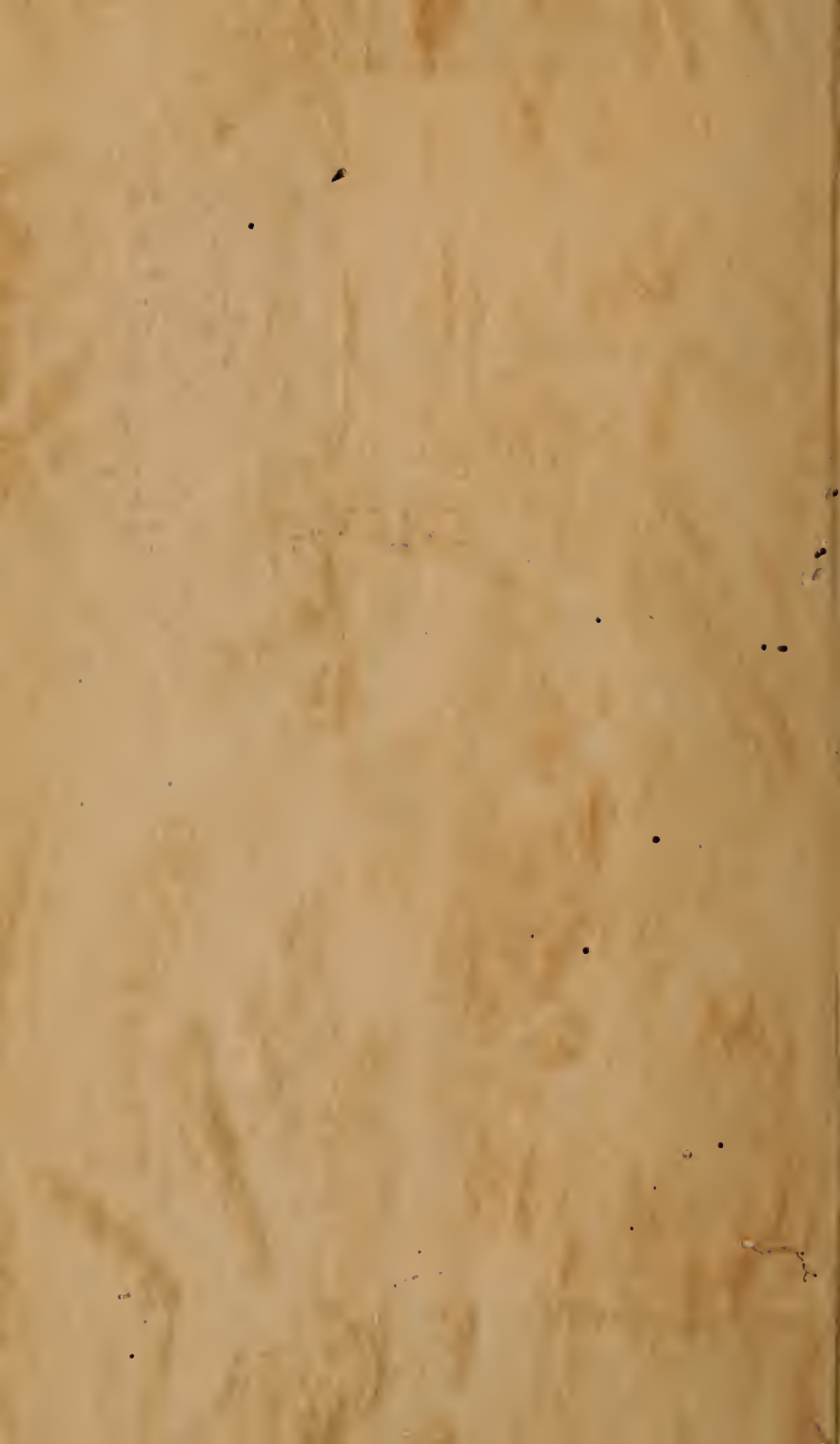


PK
875
K3
1908



5-1
71



SRUTA BODHA
OR
VERSIFICATION IN SĀNSKRĪT
WITH
NOTES AND BENGALI EXPLANATION.

COMPILED BY
GURU CHARAN BIDYARATNA,
HEAD PUNDIT, BAZITPUR HIGHER CLASS ENGLISH SCHOOL.

Second Edition.

শ্রুত বোধঃ

মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃ

শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যারত্নকৃতয়া

স্বরঞ্জিনীসমাখ্যায় ব্যাখ্যায় বঙ্গার্থেন চ সমেতঃ

বাক্যবোধ-গদ্যবোধ-বাস্তব-ছন্দোপক্ৰমভূগতশ্চ ।

Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED BY SANYAL & CO.,
AT THE BHARAT MIHIR PRESS,
25, ROY BAGAG STREET.

1908.

Price 6 Ans.

মূল্য ৬০



গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পরীক্ষার্থ কাব্য-বিভাগীয় আদ্য পরীক্ষা পাঠ্য

শ্রুত বোধঃ ।

Śruta bodhaḥ

মহাকবি কালিদাস বিরচিতঃ ।

Kalidasa

জিলা ময়মনসিংহ, বাজিৎপুর-ইংরেজী-বিদ্যালয়-প্রধানপণ্ডিত,

শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যারত্নকৃতয়া ।

সুরঞ্জিনী সমাখ্যা ব্যাখ্যা বঙ্গার্থেন চ সমেতঃ

• বাক্যবোধ,-গদ্যবোধ,-বাঙ্গলা-ছন্দোপক্রমাংগতশ্চ ।

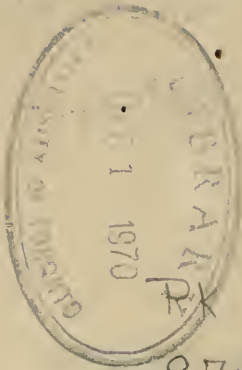
দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে, সাহাল এণ্ড কোম্পানি
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৩১৫

মূল্য ১০•



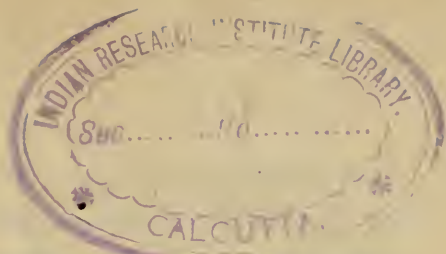
875

K3

1908

2

2



শ্রুতবোধের প্রশংসাপত্র প্রকাশের হেতু ।

প্রথম মুদ্রিত এক এক খানি সটীক সান্নুবাদ শ্রুতবোধ পুস্তক উপহার লাভ করিয়া যে সকল কৃতবিদ্যা, গুণ-পক্ষপাতী মহানুভব ব্যক্তিগণ আমাকে পত্র লিখিয়া প্রোৎসাহিত ও পুরস্কৃত করিয়া চিরবাধিত করিয়াছেন, উল্লিখিত পুস্তকের দ্বিতীয় বার মুদ্রণকালে প্রথমোল্লেখ-যোগ্য বোধে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাহাদের স্বাক্ষরিত পত্রগুলির প্রকাশ এবং নামের উল্লেখ করিয়া চিরকৃতজ্ঞ ভাব প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম । যে হেতু—

“মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ,
যে চ বিশ্বাসবাতকাঃ ।
তে নরা নরকং যাস্তি,
যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ ॥

শ্রুতবোধের প্রশংসাপত্র প্রকাশ ।

খ্যাতনামা কলিকাতা হাইকোর্টের জজ অনারেবল শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত পত্রখানা প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

Pandit Guru Charan Vidyaratna, Hd. Pandit

Bajitpur H. E. School,

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্ ।

নারিকেল ডাঙ্গা

কলিকাতা

১ আগষ্ট, ১৮৯৩ ।

মহাশয় !

আপনার যত্ন পূর্বক প্রদত্ত সটীক সান্নুবাদ “শ্রুতবোধঃ” নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম । যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বোধ হয় গ্রন্থখানি অনেকেই উপকারে লাগিবে কিম্বদিকমিতি ।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সিটি কলেজ ও স্কুলের শ্রী ও পাতা ভারতে একনামা ব্যারিষ্টার মিঃ শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসু মহাশয় ২৥০ টাকা পুরস্কারের সহিত এইরূপে পত্র লিখিয়া আরও ৫ খণ্ড শ্রুতবোধ লওয়াইয়াছিলেন।

১৩৯ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

মহাশয়েষু—

৮ অক্টোবর, ১৮২৩।

অনেক দিন হইল আপনার পত্র হস্তগত হইয়াছে। সেই সময়ে আমি একান্ত, কাতর ছিলাম এবং সেই অসুস্থতা বশতঃই আপনার পত্রের উত্তর দিতে এত বিলম্ব হইয়াছে। আপনার সটীক সান্নিধ্য শ্রুতবোধের জন্ত আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আশা করি পুস্তক খানা তাহার গুণানুরূপ আদৃত হইবে। আমার জন্ত ৫ খানা শ্রুতবোধ value payable post যোগে পাঠাইয়া দিবেন।

নিঃ—

শ্রীআনন্দ মোহন বসু।

ঢাকাস্থ পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজাধীন পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করিবার জন্ত প্রার্থনা পূর্বক একখানি শ্রুতবোধ সভাপতি মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতে পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সভাপতি মহাশয়ের সান্নিধ্যহস্তের পত্র এই—

শ্রীশ্রীহরিঃ

১৩০১/১৭৬

শরণম্।

ফুল্লশালী।

বিক্রমপুর।

সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর পরমাশীরাবেদনম্।

মহাশয়! আপনার সোপহরি সম্ভাষণের পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। আমি আপনার মুদ্রিত শ্রুতবোধ আদ্যোপান্ত অনুশীলন করিয়া আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনার অভিপ্রেত সম্বন্ধে বাহা হয় পরে জানাইব।

আশীরাবেদক

শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র শর্মা (ন্যায়রত্ন)।

(ঢাকা পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ-সভাপতি)

অত্র প্রকাশ যে গুণপক্ষপাতী পণ্ডিতগণ ও উদারহৃদয় সভাপতি মহাশয়ের অনুগ্রহে মৎপ্রকাশিত শ্রুতবোধ পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজাধীন গবর্ণমেন্টবৃত্তি পরীক্ষায় সাহিত্য বিভাগীয় মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য তালিকা ভুক্ত হইয়াছিল।

বাজিতপুর ইংরেজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব দ্বিতীয় শিক্ষক বর্তমানে নেত্র-কোণার উকীলপ্রবর, সংস্কৃতে লক্ষাধিকার বি.এ. বি. এল্ শ্রীযুক্ত সনাতন চক্রবর্তীর পত্র।

শ্রীহরিঃ সহায়ঃ। বাজিতপুর

১২ই এপ্রিল ১৩০২ বাং

বাজিতপুর এণ্টেন্স স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় কবিগুরু কালিদাস প্রণীত শ্রুতবোধ সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন। বহিখানা পাঠে আমি প্রীতলাভ করিয়াছি। সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ অতি উত্তম ও সহজ বোধ-গন্য হইয়াছে। আমি ভরসা করি সংস্কৃত পাঠার্থীগণ শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত পদ্য লিখিবার নিয়মাবলী অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারিবে। পুস্তকমুদ্রণ প্রভৃতি বেশ ভাল হইয়াছে। বহিখানা সকলের নিকট সনাদৃত হইতে দেখিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব।

শ্রীসনাতন চক্রবর্তী।

পূর্বোল্লিখিত 'সনাতন চক্রবর্তীর সুপরিচিত বিদ্যারত্ন ভাগ্যকুল ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত উক্ত চক্রবর্তীর নামীয় পত্র।

শ্রীহরিঃ .

আত্মীয়বর

শ্রীযুক্ত সনাতন চক্রবর্তী, বি. এ.

মহাশয় আত্মীয়বরেবু

অনেক দিন হইল আপনার প্রেরিত শ্রুত-বোধ ও পত্রখানা পাইয়াছি। পেটের অসুখাদিতে কাতর ছিলাম স্বতরাং আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ব্যাখ্যা

অতি উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ, ছাপা অতি পরিষ্কার। বহিখানা পাঠ করিয়া করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিলাম। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র দিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। “আমি আনন্দে” এ দিকের চতুষ্পাঠীতে চ’লাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত রহিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আমার নমস্কার জানাইবেন।
ইতি ২০ ভাদ্র ১৩০২।

আপনার

শ্রীকামাখ্যা চরণ শর্মা (কাব্য রত্ন)

ভাগাকুল

শ্রীদুর্গা

ধলা বড় হিঙ্গার মেনেজার শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর পত্র—

শ্রীদুর্গা

ধলা বড় হিঙ্গা

২০৯ নং

(ময়মন হিংহ)

মহামহিম শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যারত্ন

২৩শে ভাদ্র

মহাশয় মহিমবরেষু

১৩০০।

মহাশয় !

আপনার প্রেরিত শ্রুতবোধ ও শ্লোকমঞ্জরী পুস্তক দুইখানা প্রাপ্ত হইয়া বৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। কার্যাবল্যে যথাসময়ে প্রত্যুত্তর লিখিতে পারি নাই।

পুস্তক দুইখানা পাঠ করিয়াও যাবতপর্যন্ত প্রীতি অনুভব করিলাম। শ্লোকমঞ্জরী পুস্তকখানা অতি সুন্দর হইয়াছে, ইহার ভাষা অতি সরল। ইহা দ্বারা অল্পবয়স্ক বালকদের সরল কবিতা শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষাও হইতে পারিবে। “শ্রুতবোধ” সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের ছন্দজ্ঞানে বেশ সুবিধা হইবে।

আপনি শিক্ষার্থীদের হিত কামনায় যে এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সে জন্য বাস্তবিকই আপনি সাধারণের ধন্যবাদার্থ। আশা করি আপনি ভবিষ্যতে এরূপ আরও পুস্তক প্রণয়ন পূর্বক বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং স্বকুমারমতি বালক বৃন্দের উপকার করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন। নিবেদননিদং।

নিঃ শ্রীরাজচন্দ্র শর্মা।

সাঁওতালের ডেপুটি শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র নাগের পত্র—

পরমারাধ্য শ্রীযুক্তেশ্বর গুরুচরণ বিদ্যারত্ন পণ্ডিত মহাশয়-শ্রীচরণেষু—

ভূমকা, সাঁওতাল পরগণা

২৩ শা আগষ্ট

১৩০০ বাং

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু—

প্রণতি পূর্বক নিবেদন এই—

মহাশয়ের আশীর্বাদ পত্র ও ছুইখানা পুস্তক প্রীতি উপহার পাইয়া অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিলাম। আপনার বহি ছুইখানি বড় মনোরম হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্লোকমঞ্জরী বালক বালিকার পক্ষে অতি মূল্যবান উপাদেয় নৈতিক গ্রন্থ হইয়াছে। আমাদের এ স্থানের জেলা স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় এই দুই গ্রন্থেরই ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, ইত্যাদি।

প্রণত সেবক

শ্রীগিরীশচন্দ্র নাগ।

(ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট)

বর্তমানে দাউদপুরের আংশিক জমিদার রায় চৌধুরী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র কর মোক্তার, হযবত নগরের দেওয়ান মাহেবের চাফা ~~হাওদা~~ হাওদা হইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এই :—

১৩০০/২ মাঘ

পরম পূজনীয়—

ঢাকা

শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

মহাশয়ের গত ১৪ পৌষের লিখিত কার্ড ও বুকপোষ্ট প্রাপ্তে বৎপরোনাস্তি সুখী হইয়াছি।

আমাদের বাঁশায়ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ওকালতী পরীক্ষার্থী ল. ক্লাসের এবং স্কুলের অনেকটা ছাত্র আছে, সকলেই আপনার প্রেরিত পুস্তকখানা দেখিয়া

আপনার বিদ্যার ও বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। সেই প্রশংসায় আমার হৃদয়
বার পরনাই প্রফুল্লিত হইয়াছে। পুস্তক খানা ভাল হইয়াছে। বিক্রয়ের
অবস্থা বিবেচনা করিয়া অধিক পরিমাণে একত্রে ছাপাইয়া নিবেন ইত্যাদি।

সেবক

শ্রীনবীনচন্দ্র কর দাস।

শাস্ত্রপ্রকাশ সম্পাদক ভট্টপল্লীনিবাসী বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন
তর্করত্নের পত্র।

শ্রীরামঃ—

বহু শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুচরণ বিদ্যারত্ন মহোদয় সমীপে—

শ্রুতবোধ দেখিলাম বেশ হইয়াছে। বঙ্গবাসী সম্পাদকের নামে ১খানি
শ্রুতবোধ সমালোচনার্থ পাঠাইয়া আনাকে পত্র লিখিবেন। আমি এ বিষয়ে
বথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ১৯ পৌষ।

শ্রীপঞ্চানন দেব শর্ম্মণঃ।

ভট্টপল্লী।

যে সকল মহানুভব মহাশয়গণ আমাকে অর্থ পুরস্কার দিয়া প্রোৎসাহিত
করিয়াছিলেন কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপে নিয়ে তাঁহাদের নাম ও নামের দক্ষিণে
প্রদত্ত টাকার অঙ্ক প্রকাশিত করিতেছি।

মিঃ শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, ব্যারিষ্টার মহাশয় ২৥০০

ঢাকা সুবর্ণ খুলির সেই পুণ্যকীর্ত্তি সুপ্রসিদ্ধ জমিদার—

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চৌধুরী ৫০

বাজিতপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী ২০

বাজিতপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর কর ১০

কিশোর গঞ্জের প্রসিদ্ধ মুতার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চক্রবর্তী ১০

প্রঃ শ্রীগুরুচরণ বিদ্যারত্ন

১৩১১ সন, ১৪ কাশ্বিন।

বিজ্ঞাপন ।

“শ্রুতবোধ” সুপ্রসিদ্ধ-নবরত্ন সভার অগ্রতমরত্ন, অতুল্যাগুণরাজি-বিভূষিত, সরস্বতীর বর-পুত্র, মহাকবি,—কালিদাসের রচিত ; স্বনামখ্যাত ঐ মহাকবির বিশেষ পরিচয় লিখা নিম্নপ্রয়োজন, তাঁহার অমৃতময়ী-লেখনী-প্রসূত কুমারসম্ভব, রঘুবংশ প্রভৃতি মহাকাব্য ও অভিজ্ঞান শকুন্তল প্রভৃতি, নিকপমনাটক, এবং মেঘদূত প্রভৃতি খণ্ডকাব্য, প্রায় সমস্ত ভূমণ্ডলে তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া রাখিয়াছে । রচনার চাতুরী, মাধুরী ও হৃদয়গ্রাহিতাদি গুণে তিনি মরদেহেও অমরতা লাভ করিয়াছেন । তাঁহার সেই অপূর্ব রচনাকোশলময়ী লেখনীই এই শ্রুতবোধের সৃষ্টি করিয়াছে । “শ্রুতবোধ” তাঁহার কোনও প্রিয়তমাকে শিক্ষা দিবার জন্ত সৃষ্ট ; সুতরাং যেকোন সরল, সুপ্রণালী ও সুখপাঠ্যাদি গুণে দ্বীশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী, ও ছন্দঃশাস্ত্রীয় প্রথমপাঠ্য গ্রন্থ হইতে পারে, কালিদাস সেইরূপ গুণই ইহাতে সম্মিলিত করিয়াছেন, এবং “মন্ত্রিগুরুঃ” ইত্যাদি ছন্দঃশাস্ত্রীয় পরিভাষা জ্ঞানেরও আবশ্যকতা রাখেন নাই । এ গ্রন্থ যত দূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহারপ্রসিদ্ধ, অবশ্যজ্ঞেয় প্রায় কোন ছন্দই না বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই ।

এই শ্রুতবোধ পাঠ করিলে ব্যবহারপ্রচলিষু, সংস্কৃত ছন্দোজ্ঞানে অনায়াসে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, এবং সুখস্বচ্ছন্দে পদ্যময়ী রচনায় অধিকারী হইতে পারা যায় । আর ছন্দঃশাস্ত্রের প্রথমপাঠ্য পুস্তক ইহাকেই নির্দেশ করা সুসঙ্গত ।

সংস্কৃত ভাষার বাহা কিছু দেখা যায়, প্রায় সমস্তই পদ্যে ; গদ্যে অতি অল্প গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার কারণও অস্পষ্ট ; পদ্য অনায়াসে মুখস্থ করিতে পারা যায় অথচ সুখপাঠ্য ও মনোরম, অতএব বাহা কিছু সারসঙ্কলন, কি পুরাণ, কি স্মৃতি, কি কাব্য, কি ইতিহাস, কি জ্যোতিষ, প্রায় সমস্তই পদ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ।

অতএব সংস্কৃতশিক্ষার্থী মাত্রেরই ছন্দের পরিচয় একান্ত আবশ্যিক, তাহা না হইলে অনির্ভরচনীয় সুখকর শাস্ত্রপাঠে অধিকার জন্মে না, এমন কি পদ্য

কোন গ্রন্থই শ্রুতিসুখকররূপে পড়িয়া উঠিতে পারা যায় না, অথচ যদি চন্দ্র জানা যায় তবে অনায়াসে শ্রুতিসুখকর রূপে পড়িতে ও সুখের সহিত মর্ম্মার্থের আশু পরিজ্ঞানে সামর্থ্যবান্ হইতে পারা যায়।

সম্প্রতি সংস্কৃত শিক্ষার স্রোত একটু প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, দেখা যায় প্রায় অনেকেরই সংস্কৃত শিক্ষার অনুরাগ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এই সব দেখিয়া গুনিয়া শিক্ষার নৌকর্ষার্থ শিক্ষার্থীগণের হিতাভিলাষী হইয়া উল্লিখিত শ্রুতবোধের সংক্ষিপ্ত “সুরঞ্জিনী” নামক একটি টীকা লিখিলাম, সংক্ষেপে সুখবোধোপযোগী করিবার জন্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছি, যদি ইহা দ্বারা শিক্ষার্থীগণ কিছুদুঃপকৃত হয়, তবে যত্ন ও পরিশ্রম, সম্যক্ সফল বোধ করিব। অর্থ জ্ঞানের সুবিধার জন্ত প্রত্যেক শ্রোকের বাঙ্গালা অর্থ, প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুচরণ দেবশর্মা ।

সটীকানুবাদ শ্রুতবোধের ২য় সংস্করণের

বিজ্ঞাপন ।

কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মহাদয় মহাত্মাদিগের প্ররোচনায়, এবং গবর্ণমেন্টের সংস্কৃত বৃত্তি-প্রার্থীগণের কাব্যবিভাগীয় আদ্য পরীক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত থাকায়, ও শিক্ষার্থীদিগের প্রোৎসাহনে সটীকানুবাদ শ্রুতবোধের ২য় সংস্করণে প্রবৃত্ত হইলাম ।

এই সংস্করণে শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারার্থ “বাক্যবোধঃ”, “উদ্দেশ্য-বিধেয় বোধঃ”, “গদ্যবোধঃ” ও “বাঙ্গলাছন্দোপক্রমঃ”—এই কয়েকটা অংশ পশ্চাৎ দিকে সংযোজিত করত গ্রন্থকলেবর বর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত হইল, এবং মূল্য পূর্বাধারিত চারি আনা স্থলে ১০/০ ছয় আনা করা হইল ।

এই গ্রন্থের গুণগোরবের কথা গুণজ্ঞশ্রেষ্ঠ মারস্বত সমাজীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত অম্বৈতচন্দ্র তায়রত্ন ও হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু প্রমুখ বাহা লিখিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবগতির জন্ত এই গ্রন্থের আদিতে প্রকাশিত হইল ।

গুণগ্রাহী পণ্ডিত মহাশয়দিগের সান্নিধ্য দৃষ্টিপাত হইলে ও শিক্ষার্থীগণের সাগ্রহে গ্রহীত হইলে পরম উপকৃত হইব ।

বাঙ্গলাছন্দোপক্রমে ব্যবহারপ্রচলিষু বাঙ্গলা ছন্দ প্রায়ই প্রকাশিত হইল, ইহাতে টোলের ছাত্রদের বিশেষ উপকার হইবে ।

এই পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা ।

জিঃ ঢাকা, মুড়াপাড়া শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র বিদ্যাভূষণের টোলে । জিঃ ত্রিপুরা, রাজধানী কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থের নিকট । কুমিল্লা, চন্দ্রমোহন বিদ্যাভিনোদের নিকট এবং শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ, প্রকাশচন্দ্র তায়রত্নের নিকট । জিঃ শ্রীহট্ট, পোঃ সপ্তগ্রাম, মৌ পাথরীকুল, শ্রীপার্বতীচরণ তর্কালঙ্কারের নিকট ও বাজিংপুর (ময়মনসিংহ) নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাওয়া যাইবে ।

নিঃ

শ্রীগুরুচরণ বিদ্যারত্ন ।

প্রধান পণ্ডিত বাজিংপুর ইং স্কুল, জিঃ ময়মনসিংহ ।

দশ লকার বা ক্রিয়া বিভক্তির নাম ।

পাণিনি মতে,	কলাপ মতে,
লট্ ...	বর্তমানা,
বিধিষ্টিঙ্ ...	সম্প্রদী,
লোট্ ...	পঞ্চমী,
লঙ্ ...	হস্তনী,
লুঙ্ ...	অদ্যতনী,
লিট্ ...	পরোক্ষা,
আশীর্লিঙ্ ...	আশীঃ,
লুট্ ...	শ্বস্তনী,
লৃট্ ...	ভবিষ্যন্তী,
লৃঙ্ ...	ক্রিয়াতিপত্তি ।

টীকাতে ব্যবহৃত—সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ ।

শব্দ ...	অর্থ,
বত্রী ...	বহুব্রীহিঃ
সং ...	সমাংসঃ
সংখ্যো ...	সংখ্যোপন পদম্ ।

শ্রুতবোধঃ ।

নমো গণেশায় ।

ছন্দসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে ।
তমহং সংপ্রবক্ষ্যামি শ্রুতবোধমবিস্তরম্ ॥১

স্বাস্তধ্বাস্ত-বিনাশায় বিঘ্ন-সম্পত্তি-হানয়ে ।
গণেশ-চরণছায়াং সংশ্রয়েহভীষ্ট-সিদ্ধয়ে ॥
ইহান্বয়মুখেনৈব সৰ্ব্বং ব্যাখ্যায়তে ময়া ।
বালানাং সুখ-বোধায় ন পাণ্ডিত্য-জিঘৃক্ষয়া ॥
চিরেণ জ্ঞানতাং প্রাপ্তং শ্রুতবোধং বুধপ্রিয়ম্ ।
এষা সুরঞ্জিনী রাগাং করোতু নূতন-প্রভম্ ॥

যদ্যপি বৃত্তরত্নাকর প্রভৃত্য শৃঙ্গো-জ্ঞানোপায়াঃ বিবিধাঃ গ্রন্থাঃ বিদ্যন্তে,
তথাপি ছন্দঃশাস্ত্র-পাঠোপক্রমরহিতানাং মনসিগতছন্দঃ সঙ্কেতানামপি, স্বল্প বত্নেন
পরিজ্ঞানার্থং ব্যবহ্রিয়মাণানামবশজ্ঞেয়ানাং কতিপয়ছন্দসাং সুখবোধ্যলক্ষণৈঃ
সংক্ষিপ্য, শ্রুতবোধনামানং ছন্দোগ্রন্থমিমং ~~সবত~~ সৰ্বশ্রুতমঃ সুপ্রসিদ্ধ-কবিঃ
কালিদাসো বিরচিতবান্ ।

তত্রাদৌ প্রতিজানন্ জিজ্ঞাসু-প্রবৃত্তয়ে স্বল্পত্বেন অনায়াস-বোধ্যত্বেনচ উৎ-
কৃষ্টত্বং সূচয়ন্ প্রশংসয়া গ্রন্থস্য অর্থংনাম নির্বক্তি ছন্দসা মিত্যাदि । ‘শ্রুত-
মাত্রেণ’ শ্রুতএব শ্রুতমাত্রং (নিত্যসং) তেন, শ্রুতিবিষয়তাং গতেনৈব শ্রবণা-

যাহা শুনিবামাত্রই ছন্দের লক্ষণ (পরিচয় চিহ্ন)
জানা যায় তেমন ‘শ্রুত-বোধ’ নামক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ আমি
বলিব । ১ ।

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্মারং বিসর্গসংমিশ্রম্ ।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু, পাদান্তস্থং বিকম্পেন চ ॥২

দেবেত্যর্থঃ, অভিনিবেশ-পর্যালোচনাদ্যায়াস মন্তরেণৈবেতি ভাবঃ । যেন
যাদৃশেন করণভূতেন গ্রহেন ছন্দসাং আৰ্যাদীনাং, লক্ষণমিতরভেদানু-
মাপকং (পরিচায়কং) চিহ্নং, বুধ্যতে জায়তে, তং, তাদৃশম্, অবিস্তরং
সংক্ষিপ্তং শ্রুতবোধং (শ্রুতাদেব বোধোজ্ঞানং যস্মাৎ ব্যাধিকরণো বহুব্রীহিঃ)
এতন্নামকং গ্রহমিত্যর্থঃ, অহং (কালিদাসঃ) সংপ্রবক্ষ্যামি সম্যক্ কথয়িষ্যামী-
ত্যর্থঃ । অত্র যন্ত ছন্দসোলক্ষণং বক্তুমভিপ্রেতং তেনৈব ছন্দসা তল্লক্ষণং
প্রণিনায়েতি কোশলেন লক্ষ্যলক্ষণয়োরেকত্র সন্নিবেশাৎ লক্ষণশ্রবণেনৈব লক্ষ্য
জ্ঞানং জায়তে ইতাপি শ্রুতবোধ-সংজ্ঞাবীজং মন্তব্যম্ ॥ ১ ॥

অথ ছন্দসি লঘুগুরুাদিকং শাস্ত্রান্তরতঃ কিঞ্চিদৈলক্ষণেন জাতবাং তৎ
পরিভাষাহজ্ঞানেচ ছন্দোদ্বারে প্রবেশোহশক্য ইতি সংক্ষিপ্য তৎপরিভাষামেব
প্রথমতো বদতি সংযুক্তাদ্য মिति । সংযুক্তশ্চ আদ্যম্ (উচ্যতং) সংযুক্তাং
বর্ণাং পূর্বম্ (হ্রস্বমপীতি বোধ্যম্) অক্ষরম্, সানুস্মারম্ অনুস্মারেণ সহ বর্তমান-
মক্ষর মিত্যর্থঃ । বিসর্গসংমিশ্রম্ বিসর্গেণ সংমিশ্রম্, বিসর্গযুক্ত মক্ষরমিত্যর্থঃ,
অক্ষরং স্বরবর্ণ ইত্যর্থঃ, “ন ক্ষরতি ন চলতি প্রধানত্বাদক্ষরং স্বর উচ্যতে” ইতি
হর্গোক্তেঃ । দীর্ঘং গুরু বিজ্ঞেয়ং, জাতব্যম্, চ অপিচ, পাদান্তস্থং চরণশ্চ
শেষভূত মক্ষর মিত্যর্থঃ, বিকম্পেন, বিভাষয়া, (প্রকৃত্যাদিভাস্তৃতীয়া) গুরু, দীর্ঘং
বিজ্ঞেয় মিতানুকর্ষঃ । আৰ্য্যাচ্ছন্দসানিবদ্ধ মিদং পদ্যম্ ॥ ২ ॥

(শাস্ত্রান্তর হইতে কিঞ্চিদৈলক্ষণ রূপে ছন্দঃশাস্ত্রীয়-
লঘুগুরু প্রভৃতির জ্ঞান আবশ্যক, অতএব তাহার পরিভাষাই
প্রথমে বলিতেছেন ।)

হ্রস্ব হইলেও যুক্তাক্ষরের পূর্ব, অনুস্মার-যুক্ত এবং বিসর্গ
যুক্ত অক্ষরকে গুরু জানিতে হইবে, আর চরণের শেষস্থ
অক্ষরকে (স্বরবর্ণকে) বিকম্পে গুরু গণ্য করিতে হইবে । ২ ।

লঘুভবেদেকমাত্রো দ্বিমাত্রো গুরুকচ্যতে ।
 ত্রিমাত্রস্তু প্লুতোজ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনধ্বন্যমাত্রকম্ ॥ ৩
 রসজ্ঞা-বিরতি-স্থানং কবিভির্যতিকচ্যতে ।
 সাবিচ্ছেদবিরামাদি-সংজ্ঞাভিকপাদিশ্যতে ॥ ৪

আর্যাদি-জাতীনাং মাত্রাগণনয়াচ্ছন্দোনির্ণয়ে মতোমাত্রাজ্ঞানমাবশ্যকমিতি
 মাত্রামাহ লঘুভবেদिति । লঘুঃ, হ্রস্বস্বরঃ একমাত্রঃ, একা মাত্রা অক্ষরাবয়ব-
 বিশেষঃ, যস্মিন্ (বত্ৰী সং) স তথোক্তঃ (“মাত্রাকর্ণ-বিভুযায়াং বিত্তে মানে
 পরিচ্ছেদে । অক্ষরাবয়বে স্বল্পে, ক্রীবাং কার্ৎস্নেহবধারণে ॥” ইতি মেদিনী)
 ভবেৎ (ভূ + বিধিলিঙ্ যাৎ) শ্রাৎ, লঘুস্বরঃ একমাত্রাঅকোগণ্যঃ ইত্যর্থঃ ।
 গুরুঃ দীর্ঘস্বরঃ, দ্বিমাত্রঃ হে মাত্রো যস্মিন্ (বত্ৰী সং) স তাদৃশঃ, উচ্যতে (বচ্ +
 কশ্মণি লট্ তে) কথ্যতে কবিভিরিতি শেষঃ । গণনায়াং গুরুবর্ণস্তু দ্বিমাত্রা-
 রূপেণ গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ । প্লুতঃ, দূরাহ্বানাদৌ সঘোষধনাদি পদান্ত্যস্বরঃ, তথাচোক্তং
 “দূরাহ্বানেচ গানেচ রোদনেচ প্লুতো মতঃ” ইতি, ত্রিমাত্রঃ ; তিস্রঃ মাত্রাঃ যস্মিন্
 (বত্ৰী সং) স তাদৃশঃ, জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞা + যৎ) জ্ঞাতব্যঃ, প্লুতস্বরস্তু ত্রিমাত্রাঅকো-
 গণ্য ইত্যর্থঃ । ব্যঞ্জনধ্ব, ক্ প্রভৃতি হল্ বর্ণস্তু, অর্দ্ধমাত্রকম্, অর্দ্ধং মাত্রা যস্মিন্
 (বত্ৰী সং) তাদৃশং জ্ঞেয়মিতি লিঙ্গবিপরিণামেনানুঘঞ্জনীয়ম্ । ব্যঞ্জন-বর্ণস্তু
 অর্দ্ধমাত্রাঅকো গণ্য ইত্যর্থঃ । অনুগুপ্ছন্দসা গ্রথিত মিদং পদ্যম্ ॥ ৩ ॥

সর্বত্রৈব পদ্যে দ্বিতীয়চরণান্তে চতুর্থচরণান্তে, মালিনীপ্রভৃতিচ্ছন্দঃসুচ
 পাদমধ্যেচ কচিৎ কচিৎ পাঠবিচ্ছেদঃ কবীনাং ভীষ্টঃ সচ যতিপ্রভৃতিনায়া
 তত্র তত্র বাবহৃত ইতি যতি প্রভৃতি সংজ্ঞামাহ রসজ্ঞেতি । রসং মধুরাদিকং

আর্য্যাপ্রভৃতিচ্ছন্দে মাত্রা গণনায় ছন্দো-নির্ণয় করিতে
 হয় ; অতএব মাত্রা বলিতেছেন, লঘুস্বর একমাত্রা হয়, গুরু-
 স্বর দ্বিমাত্রা কথিত হয়, প্লুতস্বর ত্রিমাত্রা স্বরূপ জানিতে
 হইবে, আর ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপ জ্ঞাতব্য । ৩ ।

ছন্দের জ্ঞানে যতি জানা আবশ্যক হইবে অতএব যতি

যশ্চাঃ পাদে প্রথমে,

দ্বাদশমাত্রাসুতথা তৃতীয়েহপি ।

ষড়্বিধং জ্ঞানাতীতি (রসজ্ঞা + ক) রসজ্ঞা জিহ্বা তস্তাঃ বিরতিঃ ইষ্ট বিশ্রামঃ তস্তাঃ স্থানং (৬ষ্ঠী তং) জিহ্বায়াঃ অভীষ্ট বিশ্রামস্থলমিত্যর্থঃ তথাচোক্তং ছন্দোমঞ্জর্যাং “যতির্জিহ্বেষ্টে বিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে” ইতি শ্লুশ্রব্যং রসনা-বিশ্রামস্থলমিতি সারার্থঃ । কবিভিঃ বুধৈঃ কর্তৃভিঃ যতিঃ (উক্তে কশ্মণি ১ম) উচ্যতে কথ্যতে । উচ্চারণবিশ্রাম এব যতিঃ তং স্থানমপি যতিরিত্যুপচর্য্যতে ইতি ধোয়ম্ । সা, যক্তি, বিচ্ছেদশচ বিরামশচ (দ্বন্দ্ব সং) বিচ্ছেদবিরামৌ, আদী যাসাং (বত্নীঃ) তাস্চ তাঃ সংজ্ঞাশচ (কশ্মণা) তাভিঃ বিচ্ছেদবিরামাদি সংজ্ঞাভিঃ । আদিশব্দেন বিরতি ছেদ ইত্যাদি পরিগৃহীতম্ । বিচ্ছেদবিরাম-প্রভৃতিনামভিরিত্যর্থঃ । উপদিষ্টতে তত্র তত্র শিক্ষার্থমুপনিবধ্যতে, কবিভি-রিত্যেব কর্তৃপদমত্রাপি যোজ্যম্ ॥ ৩ ॥

অত্রোপযোগি-গুরুলঘ্বাদি পরিভাষামুক্তা প্রথমতো গ্রন্থনামনিকৃত্তৌ “ছন্দসাং লক্ষণং যেন” ইত্যাদিনা প্রতিজ্ঞাতং ছন্দোলক্ষণমুপোদ্যাতঃ—সঙ্গত্যা অধুনা বক্তুমুপক্রমতে তত্রচ “পদ্যং চতুষ্পদী, তর্চ্চ বৃত্তং জাতিরিতিদ্বিধা । বৃত্ত-মক্ষরসজ্ঞাতং জাতির্মাত্রাক্রতাভবেৎ” । ইত্যুক্তে জাতিবৃত্তবিভাগেন “ছন্দোহি দ্বিবিধং তত্রাল্পদ্বজ্জাতিমেব প্রথমং সূচীকটাহ-ন্যায়েন বক্তুমনাঃ জাতিষু মুখভূতা মার্য্যামেব প্রথমতস্ত্যাবৎ লক্ষ্যেহবতাবয়তি যশ্চাঃ ইতি । যশ্চাঃ জাতেঃ (মাত্রামিতচ্ছন্দসঃ) প্রথমে আদৌ, পাদে চরণে, দ্বাদশমাত্রাঃ (দ্বাভ্যামধিকাঃ দশ মধ্যপদলোপী) দ্বাদশসংখ্যাঃ মাত্রাঃ অক্ষরাবয়বাঃ, ভবন্তীতি শেষঃ । তৃতীয়ে (ত্রয়াণাং পূরণং ত্রি + তীয়, ত্রাদেশশচ) তস্মিন্, চরণে অপি, তথা

বলিতেছেন, রসজ্ঞার অর্থাৎ জিহ্বার বিরাম-স্থানকে কবিরা যতি বলেন সেই যতি বিচ্ছেদ বিরাম প্রভৃতি নানাবিধ নামে উল্লিখিত হয় । ৪ ।

যে জাতির ১ম পাদে ১২ বারটী মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৮ আঠারটী মাত্রা, তৃতীয়পাদে ১২ বারটী মাত্রা, ও চতুর্থ-

অষ্টাদশ দ্বিতীয়ে,

চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্য্যা ॥ ৫

আর্য্যা পূর্বাক্ষসমং যন্তা

অপরাক্ষমপিহি হংসগতে ॥

দ্বাদশমাত্রাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ে (দ্বয়োঃ পূরণং দ্বি+তীয়) তস্মিন্, দ্বিতীয়পাদে ইত্যর্থঃ, অষ্টাদশ (অষ্টভিরধিকাঃ দশ মধ্যপদলোপী সং) অষ্টাধিকদশমাত্রাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ । চতুর্থকে (চতুর্গাং পূরণং চত্বাৰ্+থ+ড, চতুর্থং তদেব চতুর্থকং স্বার্থে কঃ, তস্মিন্) চতুর্থ চরণে ইত্যর্থঃ, পঞ্চদশ (পঞ্চভিরধিকাঃ দশ মধ্যপদলোপী সং) দশ পঞ্চচ মাত্রাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ । সা, তাদৃশী জাতিঃ আর্য্যা, নান্না আর্য্যা ভবতীত্যর্থঃ । ইদঞ্চ আর্য্যালক্ষণমার্য্যা ছন্দসৈব নিবন্ধমতো লক্ষণমেব লক্ষ্যে গণনীয়ম্, এবমুত্তরত্র তত্তচ্ছন্দোলক্ষণং তত্তচ্ছন্দসৈব গ্রথিতমিতি নাত্র স্বতন্ত্রোদাহরণমপেক্ষতে ইতি দিক্ ॥ ৫ ॥

অথজাতাবেব গীতিং নাম ছন্দো লক্ষয়তি আর্য্যাপূর্বাক্ষেতি । ছন্দো-জিজ্ঞাসমানাং কাঞ্চিং প্রেয়সীং প্রতি কালিদাসঃ শ্রুতবোধনিমং প্রোক্তবান্, অতন্তুস্তাঃ আভিমুখ্যাবধান প্ররোচনাদি-সম্পাদনার পাদপূরণাপরপ্রয়োজনকঞ্চ সম্বোধনপদং কচিং কচিং প্রযুক্তবান্ ইতি মন্তব্যম্ । অত্রচ হংসগতে ! অমৃতবাণি ! ইতি চ সম্বোধনপদদ্বয়ম্ । হংসগতে ! হংসস্তেব গতির্যন্তাঃ তৎ-সম্বো, হে মরালগামিনি ! অমৃতবাণি ! অমৃতহি (অমৃতহীয়াং) বাণী যন্তাঃ

পাদে ১৫ পোনেরটী মাত্রা হয় তাহা, আর্য্যা হয় । আর্য্যা লক্ষণটী আর্য্যাছন্দেই লিখিত । ৫ ।

(কালিদাস কোন প্রেয়সীর প্রতি শ্রুত-বোধ বলিয়া-ছিলেন অতএব আভিমুখ্য, অবধান, ও প্ররোচনাদির নিমিত্ত ও পাদপূরণরূপ অপরপ্রয়োজনেও ঐ স্ত্রীর সম্বোধন পদ কোন কোন স্থলে এই গ্রন্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই লক্ষণেও হংসগতে ! ও অমৃতবাণি ! এই দুইটী সম্বোধন পদ ।)

ছন্দোবিদস্তদানীং গীতিং

তামমৃতভাণি ! ভাষন্তে ॥ ৬

আর্যোত্তরার্কতুলাং,

প্রথমার্কমপি প্রযুক্তঞ্চৈৎ ।

তৎসম্বো, -হে অমৃতভাষিণি ! যন্তাঃ জাতেঃ অপরার্কমপি শেষার্কমপি আর্য্যা-
পূর্বার্ক-সমং, ইতঃ প্রাপ্তকৃচ্ছন্দসঃ প্রথমদল-সমানং, ভবতীতি শেষঃ, যদি
চতুর্থপাদোহপি অষ্টাদশমাত্রানিশ্চিতো ভবতীতি ফলিতার্থঃ । তদানীং তদা,
ছন্দোবিদঃ ছন্দঃ বিদন্তি যে তে (ছন্দঃ-বিদৃ+কৃপ্) ছন্দোজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ তাং
তাদৃশীং জাতিং, গীতিং গীয়তেহনয়া ইতি গীতিঃ (গৈ+ক্ৰি) তাং নাম্না গীতিং
ভাষন্তে কথয়ন্তি । গীতি লক্ষণমিদং গীতিচ্ছন্দসৈব নিবন্ধমিতি পৃথক্ছন্দো-
হরণমপেক্ষতে এবমুত্তরত্রাপি । অত্র দ্বিতীয় চরণে হিশব্দঃ পাদপূরণে, “তু, হি,
চ, স্ম, হ, বৈ, পাদপূরণে, পূজনে স্বতীত্যমরঃ ॥ ৬ ॥

জাতিষু উপগীতিং লক্ষয়তি আর্যোত্তরার্কমিতি । কামিনি ! (সম্বো,)
হে কান্তে ! আর্যোত্তরার্কতুলাং আর্য্যায়াঃ শেষার্কেন সমানং, প্রথমার্কমপি
পূর্বার্কমপি, চেৎ যদি, প্রযুক্তং (প্র যুক্ত+ক্ত কন্মণি) নিশ্চিতং, ভবতীতি
শেষঃ, (তদা) তাং তাদৃশীং জাতিং, মহাকবয়ঃ (উক্তে কর্তরি ১ম) কবি-
শ্রেষ্ঠাঃ, উপগীতিং (কন্ম) প্রতিভাষন্তে, নাম্না উপগীতিং কথয়ন্তি । যদি
প্রথমে পাদে দ্বাদশমাত্রাঃ, দ্বিতীয়ে পঞ্চদশ, তৃতীয়ে দ্বাদশমাত্রাঃ চতুর্থেচ

হে হংসগামিনি ! হে অমৃতভাষিণি ! আর্য্যার পূর্বার্কের
সমান বাহার শেষার্কও হয় তাহাকে ছন্দোজ্ঞগণ গীতি
বলেন । অর্থাৎ ১ম চরণে ১২টী ২য় চরণে ১৮টী, ৩য়
চরণে ১২টী ও চতুর্থ চরণে ১৮টী মাত্রা বাহাতে তাহাকে
গীতি বলে । ৬ ।

অয়ি কান্তে ! যদি প্রথমার্কও আর্য্যার শেষার্কের সমান
হয়, তাহা হইলে মহাকবিগণ তাহাকে উপগীতি বলেন ।

কামিনি ! তামুপগীতিং

প্রতিভাষন্তে মহাকবয়ঃ ॥ ৭

(ইতি জ্ঞাতি বিভাগঃ)

(অথ বৃত্ত-বিভাগঃ)

আদি চতুর্থং পঞ্চমকঞ্চ ।

যত্র গুরুশ্রীং সাক্ষরপঙক্তিঃ ॥ ৮

পঞ্চদশ মাত্রাঃ ভবন্তি, তদা উপগীতিং নির্দিশন্তীত্যর্থঃ । অত্র উপগীতেঃ প্রামাণ্যং দর্শয়িতুং মহাকবয়ঃ ইতি প্রযুক্তনিত্যনবদ্যম্ । গীতেঃ হীনা, মাত্রাভিঃ কিস্কিন্দুনা উপগীতিঃ ইতি যথাকথঞ্চিং সংজ্ঞাব্যুৎপত্তিরনুসন্ধেয়া, বস্তুতস্ত সংজ্ঞা শব্দাঃ ব্যুৎপত্তাঃ অব্যুৎপত্তাশ্চৈতি, যথাকথঞ্চিদব্যুৎপত্তিস্ত প্রয়োগ-সাধনায় ইতি দিক্ । লক্ষণমেব উপগীতিচ্ছন্দসা কৃতম্ ॥ ৭ ॥

অথ জ্ঞাতিষু প্রায়শো ব্যবহারপ্রসিদ্ধমার্যাদি ভেদত্রয়েনোক্তা, অধুনা তাবৎ অক্ষর সজ্জাতচ্ছন্দসি বৃত্তবিভাগে ব্যবহারে বিরলপ্রচার্যাণি একাক্ষরপাদাচ্চতুরক্ষরপাদং যাবৎ উক্তাদিষু ত্রীপ্রভৃতিকানি ছন্দাঃস্থাপেক্ষ্য, পঞ্চাক্ষর পাদতঃ আরম্ভেব বক্তৃননাঃ আদৌ খলু সুপ্রতিষ্ঠায়াং পঙক্তিং লক্ষয়তি আদীতি । যত্র বৃত্তৌ, আদি প্রথমম্ অক্ষরং চতুর্থম্ অক্ষরং পঞ্চমকঞ্চ পঞ্চমমপি অক্ষর-মিতার্থঃ, গুরু দীর্ঘং (অক্ষরশ্চ বিধেয়বিশেষণত্বাৎ ক্রীবলিঙ্গ-নির্দেশঃ) শ্রীং ভবেৎ, সা বৃত্তিঃ, অক্ষরপঙক্তির্ভবতীত্যর্থঃ । অত্র বৃত্তিঃ পঙক্তিরিত্যেব নাম নির্দিশতঃ ছন্দোমঞ্জরী-বৃত্তরত্নাকর-কৃতৌ, তথাচ তত্র, “ভগৌগতিপঙক্তি”-

অর্থাৎ, ১ম পাদে ১২টী ২য় পাদে ১৫টী ৩য় পাদে ১২টী ও চতুর্থ পাদে ১৫টী মাত্রা যদি হয় তবে তাহাকে উপগীতি বলেন । ৭ ।

আদ্য চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর যে বৃত্তিতে গুরু হইবে সেই বৃত্তি অক্ষর-পঙক্তি হইবে । অর্থাৎ যে বৃত্তিতে প্রতিপাদে ১ম ৪র্থ ও ৫ম অক্ষর দীর্ঘ হয় আর ২য় ও ৩য় বর্ণ লঘু হয়

অগুরু চতুষ্কং, ভবতি, গুরুদ্বৌ ।
 ঘনকুচযুগ্মে ! শশিবদনাসৌ ॥ ৯
 তুর্য্যং পঞ্চমকঞ্চ যত্র স্মাল্লঘুবালে !

রিতি লক্ষণম্ । দশাক্ষরা বৃত্তির্হি পঙ্ক্তিক্রুচ্যতে ততঃ কিঞ্চিং প্রভেদায় অনেন
 কবিনা অত্র অক্ষর-পঙ্ক্তি-সংজ্ঞা অর্পিতেতি প্রতিভাতি ॥

লক্ষণমেবোদাহরণং কৃতম্ । ৮ ॥

অথ ষড়ক্ষরপাদায়াং, গায়ত্র্যাং কাব্যব্যবহারোচिताং শশিবদনাং লক্ষয়তি
 অগুরুত্বাদি । ঘনকুচযুগ্মে ! (সম্বোধে,) ঘনং সাল্লং নিরন্তরোথিতং কুচ-যুগ্মং
 স্তনযুগলং যন্তাঃ, তৎসম্বোধে, হে সাল্লস্তনি ! যত্র ইতি গম্যতে উত্তরত্র অসাবিতি
 প্রয়োগাৎ, তথাচ যত্র বৃত্তৌ, চতুষ্কং (চতুর্গাং সজ্জং চত্বার্ব্ + কন্ সজ্জহর্থে)
 চতুঃসমষ্ট্যক্ষরমিত্যর্থঃ, আদিমমিতি পাঠক্রমাদেব লভ্যতে, অগুরু, হ্রস্বং, ভবতি
 বর্ত্ততে । তথা দ্বৌ, বর্ণৌ (অন্তৌ) ইতি জ্ঞায়তে উক্তিক্রমাৎ,) গুরু দীর্ঘৌ
 ভবতঃ ইতি বচন-বিপরিণামেনানুশঙ্গঃ । অসৌ বৃত্তিঃ শশিবদনা ভবতীত্যর্থঃ ।
 শশীবংশতিমধুরতয়া মনোরমং বদনং প্রথমাশ্রুতির্ব্যস্তাঃ সা তথা, প্রথমলক্ষ্যত্বাৎ
 তুল্যতয়া বদনশব্দেন প্রথমাশ্রুতির্লক্ষ্যতে । যত্র প্রথমাশ্রুত্বারো বর্ণা লঘবো
 ভবন্তি শেষৌচ দ্বৌ গুরু তাদৃশী বৃত্তিঃ (ছন্দঃ) শশিবদনা ভবতীতি স্পষ্টম্ ॥ ৯ ॥

অথ সপ্তাক্ষরপাদায়ামুষ্ণিকৃচ্ছন্দসি কবিপ্রিয়াং মদলেখাং লক্ষয়তি তুর্য্যমিতি ।
 বালে ! (সম্বোধে) হে সাল্লি ! বালবন্ধুকে ! ইত্যর্থো বা, এবং সম্বোধনেন তন্তাঃ

তাহাকে অক্ষর পঙ্ক্তি ছন্দ কহে । এই ছন্দে প্রতিচরণে
 পঞ্চাক্ষর হইবে । লক্ষণটী উদাহরণ স্থলে গণ্য । ৮ ।

হে ঘনস্তনযুগলে ! যে বৃত্তিতে (ছন্দে) প্রথম চারিটী
 অক্ষর হ্রস্ব হয় ও শেষে দুইটী বর্ণ দীর্ঘ হয়, ঐ বৃত্তি শশি-
 বদনা হয় । লক্ষণই উদাহরণ । ৯ ।

হে যুগ্মে ! হে যুগাক্ষি ! যাহাতে চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর
 লঘু হয় কবিগণ তাহাকে মদলেখা বলেন । অর্থাৎ প্রতি-

বিদ্বদ্ভিঃ যুগনেত্রে ! প্রোক্তা সা মদলেখা ॥১০॥

পঞ্চমং লঘুসর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ ।

ষষ্ঠং গুরু বিজানীয়াদেতৎ পদ্যস্ত লক্ষণম্ ॥১১

যৌবন-প্রারম্ভমাত্রং ধ্বনিতং তত্র হি ন বালভাবো নিবর্ততে ইতি, অথবা যৌবনবিমূঢ়ায়াঃ এবং সম্বোধনং সমুচিতমেবেতি ধ্যেয়ম্ । যত্র বৃত্তৌ তুর্ধ্যং চতুর্থং, পঞ্চমকঞ্চ পঞ্চমঞ্চ অক্ষরং লঘু হ্রস্বং শ্রীং ভবেৎ, যুগনেত্রে ! (সম্বোধ) হে হরিণাক্ষি ! সা তাদৃশী, বৃত্তিঃ, বিদ্বদ্ভিঃ কবিভিঃ, মদলেখাপ্রোক্তা, মদলেখেতি কথিতা, ভবতীতি শেষঃ । . মদস্ত সম্মোহানন্দসন্তোদস্ত লেখা রেখা কলা যন্ত্রাং সা তথা । অস্ত্রাহি পার্থেন শ্রবণেনচ দ্বিষৎসম্মোহানন্দবিশেষো জায়তে ইতি মদলেখা ইত্যাচ্যতে ইতি । যত্র চ চতুর্থ পঞ্চমাক্ষরে লঘুনী ভবতঃ অস্থানি চ সর্বাণ্যক্ষরাণি গুরুণি ভবন্তি তাদৃশী প্রতিপাদং সপ্তাক্ষর্যবৃত্তি, মদলেখা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অথ প্রতিপাদমষ্টাক্ষরায়ামনুষ্ঠেতি শাস্ত্রেষু লক্ষ-সাম্রাজ্যং পদ্যমেবাদৌ লক্ষয়তি পঞ্চমমিত্যাदि । পদ্যস্ত পদ্যানামকস্ত ছন্দসঃ, এতৎ ইদম্ এবস্তাকার-মিত্যর্থঃ, লক্ষণং চিহ্নং বিজানীয়াৎ, ভবতী, ইতি কর্তৃপদমূহম্ । এতৎ কীদৃশ-মিত্যাহ পঞ্চমমিত্যাदि, সর্বত্র সর্কেষু, চতুর্ষুপাদেষু ইত্যর্থঃ । পঞ্চমমক্ষরং লঘুহ্রস্বং, ভবতীতি শেষঃ । (তথা) ষষ্ঠমক্ষরং, গুরু ভবতি । দ্বিচতুর্থয়োঃ দ্বিতীয় চতুর্থ-পাদয়োঃ, (সমাসস্থ দ্বিশব্দস্ত দ্বিতীয়রূপোহর্থোগ্রাহঃ, তথাচ বামনঃ “সংখ্যাবাচকানাং বৃত্তিবিষয়ে পূরণার্থত্ব”মিতি) সপ্তমম্ অক্ষরং লঘু ভবতি ॥ যত্র দ্বিতীয় চতুর্থ পাদয়োঃ সপ্তমাক্ষরং লঘুভবতি, সর্কপাদেষু পঞ্চমঞ্চ লঘু-ভবতি, ষষ্ঠঞ্চ গুরুভবতি তদা এতাদৃশ-গুরুলঘুদ্বিবেশ-বিশিষ্টাক্ষরপাদা

পাদে সপ্তাক্ষর হয়, আর ১ম ২য় ৩য় অক্ষর গুরু, চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর লঘু এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম অক্ষর যদি গুরু হয় তবে মদলেখা হয় । ১০ ।

পদ্যের লক্ষণ এই জানিবেন যে চাইর চরণেই পঞ্চম অক্ষর লঘু ও ষষ্ঠ অক্ষর গুরু হয় আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে

আদিগতং তুর্য্যগতং

পঞ্চমকঞ্চান্তগতম্ !

অনুষ্ঠুপ্ পদ্যং ভবতীতি নিষ্কৰ্ষঃ । লক্ষণমেব উদাহরণে গণনীয়ম্ । ইদমত্রা-
বধেয়ং যদাপি ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যমিত্যুক্তে শ্চন্দসা নিবদ্ধ পদমাত্রৈশ্চৈব পদ্যত্বং
তথাপি কবীনা মদ্বিতীয় প্রেমাস্পদত্বেন ; রামায়ণ মহাভারতাদৌচ আদি-
কবিভিরশ্চ প্রচুরব্যবহারদর্শনাং পদ্যেষু অশ্চৈব শ্রেষ্ঠত্বাং, পদ্যান্নঃ প্রথমবুদ্ধি
বিষদ্বাক্ষ কবিরয় মশ্চ নান্মৈব পদ্যমিতি নির্দিদেশ । পদ্যশব্দশ্চ শ্লোকাপর-
পর্যায়ত্বাং শ্লোক-নাম্না পীদং ব্যবহ্রিয়তে, তথাচ বাণ্মীকিনা স্বচ্ছাত্রং ভরদ্বাজং
প্রতি যদৃচ্ছয়া নিজমুখ-বিনির্গতং মা নিষাদেত্যাদি পদ্যমুদ্दिश्च শ্লোকো ভবতু
নাথথেতি আশীৰ্ব্বাদঃ কৃতঃ । কেচিত্তু অত্রেথমেব লক্ষণং মন্তন্তে “শ্লোকেষষ্ঠং
গুরু ক্ষেয়ং সৰ্ব্বত্রলঘুপঞ্চমম্ । দ্বিচতুঃ পাদয়ো হ্রস্বং সপ্তমং দীৰ্ঘমন্তয়োরিতি ।
অশ্চ বক্তৃ নামাপি কেচিনির্দিশন্তিস্ম, লোকাশ্চৈদমনুষ্ঠু বিতি ব্যবহরন্তি ; তথা-
চোক্তং ছন্দোমঞ্জর্যাং অর্কসম-বিষম-বৃত্ত-প্রকরণয়োঃস্তে ;—“পঞ্চমং লঘুসৰ্ব্বত্র
সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ । গুরুষষ্ঠঞ্চ পাদানাং, শেষেষণিনিয়মোমতঃ ॥ প্রয়োগে প্রায়িকং
প্রাহঃ কেহপ্যো তদ্বক্তৃ লক্ষণম্, লোকেহনুষ্ঠু বিতিখ্যাং তত্শাষ্টাঙ্করতা-কৃতে”
ইতি সৰ্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥ ১১ ॥

অথানুষ্ঠুভি মাণবকাক্রীড়ং লক্ষয়তি আদিগত মিত্যাди । হে মৃগনেত্রে !
ইতি প্রাপ্তস্ত সঙ্ঘোধানুষ্ঠুভি নুষ্কৰ্ষঃ । চেৎ যদি, আদিগতং (আদিং প্রথম-
স্থানং গতং প্রাপ্তম্) প্রথমমক্ষর মিত্যর্থঃ । তথা, তুর্য্যগতং (তুর্য্যং চতুর্থস্থানং
গতং প্রাপ্তম্ চতুর্গাঙ্করমিত্যর্থঃ । পঞ্চমকঞ্চ, পঞ্চমাঙ্করঞ্চ ইত্যর্থঃ) (তথা)
অন্তগতং (অন্তং গতম্) পাদশেষভূত মষ্টমাঙ্কর মিত্যর্থঃ । গুরুকং গুরু,
(স্বার্থেকঃ) দীৰ্ঘমিত্যর্থঃ । শ্রাৎ ভবেৎ, তদা, ইদম, এতৎ এবশ্রকারমিত্যর্থঃ,

সপ্তম অক্ষর লঘু হয় । [ইহাকে কেহ শ্লোক বলেন, কেহ
বক্তৃও বলেন, অষ্টাঙ্করপাদতাহেতু লোকে অনুষ্ঠুপ্ বলিয়া
প্রসিদ্ধ] । ১১ ।

স্বাদ্গুরুকক্ষেৎকথিতং

মাণবকা*ক্রীড়মিদম্ ॥১২

দ্বি-তুর্য-ষষ্ঠমফমং

গুরু, প্রযোজিতং যদা ।

লক্ষণস্য লক্ষ্যত্বাৎ ইদমিতি প্রত্যক্ষনির্দেশঃ কৃতঃ । মাণবকাক্রীড়ং (নাম-
নির্দেশোহয়ম্) ভবতীতি শেষঃ । মাণবকঃ বালকঃ আক্রীড়ং খেলাভাষিত-
মিবেতি সাদৃশ্যান্নাম নিরুক্তিঃ । (মাণবকো হারভেদে বালে, কুপুরুষে বটৌ
ইতি মেদিনী) ॥ ১২ ॥

অথানুষ্ঠিতি প্রমাণিকাং লক্ষয়তি দ্বি-তুর্য ষষ্ঠ মিত্যাदि । হে মৃগ নেত্রে !
ইতি সম্বোধনমেবাভ্যাপি যোজ্যম্ । যদা বহি, (অষ্টাক্ষরপাদায়াং বৃত্তৌ ইতি
বোধ্যম্) দ্বি-তুর্য ষষ্ঠং (দ্বিতীয়ঞ্চ, তুর্যঞ্চ, ষষ্ঠঞ্চ, সমাহার দ্বন্দ্বেকত্বম্) দ্বিতীয়ং
চতুর্থং, ষষ্ঠঞ্চাক্ষর মিত্যর্থঃ । (তথা) অষ্টম মক্ষরঞ্চ, গুরু, দীর্ঘং প্রযোজিতং
(প্র-যুক্ত+গিচ্+ক্ত) (অত্র স্বার্থে গিচ্ দশবর্ষ সহস্রাণি রামো রাজ্য মকারয়
দতিবৎ) প্রযুক্তং ভবতীতিশেষঃ তদা তাং তাদৃশীং বৃত্তিং, মনীষিণঃ (মনীষা
ধীর্বিদ্যাতে এষামিতি, মনীষা+ইন্) ধীমন্তঃ কবয় ঈতি যাবৎ, প্রমাণিকাং
(প্রমাণে শাস্ত্রে ব্যবহৃত্য, প্রমাণ+ক্ষকঃ ক্রুতাদিভ্যৎ, † তাম্) নিবেদয়ন্তি (নি-
বিদ্+গিচ্+লট্+অন্তি) জ্ঞাপয়ন্তি । প্রমাণিকাইতি নাম্না নির্দিষ্টন্তি ইত্যর্থঃ ।
(প্রমাণং নিত্য মর্যাদা শাস্ত্রেসু সত্যবাদিনি, প্রত্যক্ষা, হেতোচ ক্রীবৈকক্ষে

প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ও অন্ত-গত অর্থাৎ অষ্টম অক্ষর যদি
গুরু হয়, তবে এইটী মাণবকাক্রীড় নামক, ছন্দ হয় । ১ ।

অষ্টাক্ষরপাদবৃত্তিতে, অর্থাৎ অনুষ্ঠুপ্ ছন্দে যখন ২য়

* আক্রীড়তানেন ইতি আক্রীড়ং খেলনকং (খেলানা) যাদৃশেন বাক্যেন মাণবকং (বালকং)
সাদরং খেলয়তি তাদৃশং লালনবাক্যং মাণবকাক্রীড়মুচ্যতে, এতচ্ছন্দসা গ্রন্থিতং বাক্যমপি লঘুগুরু-
সন্নিবেশবিশেষেণ উচ্চারণভঙ্গ্যা তাদৃশমেব ভবতীতি মাণবকাক্রীড়ং নাম কৃতমিতি ধ্যেয়ম্ ।

† বুধে: সংজ্ঞাপূর্বকধ্বনানিত্যাদাবিবরণস্তত্র ন বুদ্ধিঃ ।

তদা নিবেদয়ন্তিতাং

১ প্রমাণিকাং মনৌষিণঃ ॥ ১৩ ॥ *

সৰ্বে বর্ণা দীর্ঘা যন্তা,

বিশ্রামঃ স্তাদ্বেদৈর্বেদৈঃ ।

বিদ্বদ্বন্দৈ বীণাপাণে ! †

বিখ্যাতা সা বিদ্যাম্মালা ॥ ১৪ ॥

প্রমাতরীতি মেদিনী) । অত্রেদং নৈপুণ্যং যত্র যুগ্মাক্ষরাণি গুরুণি, অযুগ্মাক্ষরা
ণিচ লঘুনি ভবন্তি, তাদৃশী মষ্টাক্ষরপাদাং বৃত্তিং প্রমাণিকা মাহঃ । লক্ষ্য
লক্ষণয়োরেকত্র নির্দেশঃ, এবং সৰ্ব্বত্র ॥ ১৩ ॥

অথানুষ্ঠুভি বিদ্যাম্মালাং লক্ষয়তি সৰ্বে ইত্যাদি । বীণাপাণে ! (সম্বোধে)
বীণা পাণৌ যন্তাঃ তং সম্বোধে, হে বিপক্ষী-হন্তে, ইত্যর্থঃ, পুরাহি প্রায়েণ কামি-
নীনাং বীণা বিনোদনোপায়ঃ ব্যবহার প্রচলিতঃ আসীৎ তথাচ মেঘদূতে
“উৎসংঘেবা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং মদগোত্রাক্ষং বিরচিত-পদং
গেয়মুপাতুকামা,” ইতি এবং কাদম্বর্যাদৌচ বহুশঃ প্রমাণং লভ্যতৌ ইতালং
বিস্তরেণ । যন্তাঃ বৃত্তেঃ সৰ্বে সমস্তাঃ, বর্ণাঃ অক্ষরাণি, দীর্ঘাঃ গুরুবঃ (ভবন্তি)
বেদৈর্বেদৈঃ, চতুর্ভিঃচতুর্ভিঃ, অক্ষরৈরিত্যে শেষঃ, বিশ্রামঃ, (চকারোহত্র পূর-
ণীয়ঃ) বিরামশ্চ, স্তাং ভবেৎ, প্রতি চতুর্থাঙ্করে যদি যতি ভবতীত্যর্থঃ । সা
তাদৃশী বৃত্তিঃ, বিদ্বদ্বন্দৈঃ কবিগণৈঃ, বিদ্যাম্মালা (প্রতি চতুর্থাঙ্করে উচ্চারণ-

৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৮ম অক্ষর গুরু প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে কবিগণ
প্রমাণিকা, বলেন ॥ ১৩ ।

হে বীণাপাণে ! বাহার সমস্ত বর্ণ দীর্ঘ হয় এবং এতি

* ইমাং কেচিন্নগস্বরূপিণী মপ্যাহঃ, তথাচ চতুর্থ চরণমেবং পঠন্তি “বুধা নগস্বরূপিণীম্” ।

† অত্র “বীণাবাণি !” ইতিপাঠঃ সাধীয়াৎ, বীণেব বাণী ভাবা, যন্তাঃ, তৎসম্বোধে ছন্দঃ-শাস্ত্রে
পাদান্তস্থস্ত ক্লেশস্তাপি, বিকল্পেন দীর্ঘত্ব-নিয়মাৎ, বিণাবাণি ! ইত্যত্র সম্বোধনান্তস্থ ইষদেহপি
পাদান্তত্বেন দীর্ঘত্বং ন ব্যাহন্ততে ইতিছন্দসোহপি নক্ষতিঃ ।

তন্নি ! গুরুস্মাদাচ্যুতত্বং,
পঞ্চম-ষষ্ঠীকান্ত্যমুপান্ত্যম্ ।
ইন্দ্রিয়-বাণৈর্যত্রবিরামঃ
স। কথনীয়। চম্পকমালা ॥১৫।

বিশ্রাম-নিয়মাং, বিদ্যাক্ষেণীবৎ সহসোদয় বিশ্রাম দর্শনাং, ইদৃশ সংজ্ঞা কল্প-
নেতি ধ্যেয়ম্) বিখ্যাতা কীর্তিতা, বিদ্যান্মালা নাম্না কথিতার্থঃ ।

(লক্ষণমুদাহরণম্) ॥ ১৪ ॥

অথ নবাক্ষর পাদায়াং বৃহত্যাং মণিমধ্যং সংক্ষেপেণ বক্তু মভিলষন্নাদৌ দশা-
ক্ষরপাদায়াং পঙক্তৌ, চম্পকমালামাহ তন্নি ! ইত্যাদি । তন্নি ! হে কৃশাদ্বি !
যত্র বৃত্তৌ, আদ্য চতুর্থং (আদ্যঞ্চ চতুর্থঞ্চ সমাহার দ্বন্দ্বকল্পম্) প্রথমং চতুর্থঞ্চা-
ক্ষরমিত্যর্থঃ ; (তথা) পঞ্চম ষষ্ঠং (পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠঞ্চ সমাহার দ্বন্দ্বকল্পম্) পঞ্চমং
ষষ্ঠীকাক্ষর মিত্যর্থঃ ; (তথা) অন্ত্যং অন্তে ভবং (অন্ত + যং) শেষাক্ষরমিত্যর্থঃ
(তথা) উপান্ত্যঞ্চ (উপান্তে অন্তসমীপে ভবং (উপান্ত + যং) শেষাক্ষরম্)
সনীপস্থং পূর্বাঙ্করং নবমাক্ষরঞ্চৈত্যর্থঃ, শুক্লশ্রুতং ইতি আদ্যচতুর্থ মিত্যাদিভিঃ
ও থমাত্তৈঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যতে, দীর্ঘং ভবেদিত্যর্থঃ । (অপিচ) যত্র, ইন্দ্রিয়
বাণৈঃ (ইন্দ্রিয়ানিচ বাণাশ্চ দ্বন্দ্বঃ তৈঃ) পঞ্চভিঃ পঞ্চভিরক্ষরৈরিত্যর্থঃ, (ইন্দ্রিয়-
শব্দোহত্র পঞ্চার্থকঃ ; অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমম্বিকা, নীলোৎপলঞ্চ পট্টেতে
পঞ্চবাণশ্চ শায়িকা ইত্যুক্তেঃ কামবাণানাং পঞ্চত্বাৎ বাণশব্দোহপি পঞ্চার্থ এব)
বিরামঃ বিচ্ছেদঃ, শ্রাদিত্যনুষঙ্গঃ । সা বৃত্তিঃ, চম্পকমালা, (চম্পকদামতুল্য

চতুর্থীক্ষরে যতি হয়, কবিগণ কর্তৃক বিদ্যান্মালা বলিয়া
বিখ্যাত । লক্ষণটাই উদাহরণ হইয়াছে । ১৪ ।

হে কৃশাদ্বি ! যে বৃত্তিতে প্রতি চরণে আদ্য চতুর্থ, পঞ্চম
ষষ্ঠ, অন্ত্য ও উপান্ত্য বর্ণ গুরু হয়, এবং পঞ্চমাক্ষরে যতি হয়
তাহাকে চম্পকমালা বলে । লক্ষণই উদাহরণ । ১৫ ।

চম্পকমালা যত্রভবে-

দন্ত্য-বিহীনা প্রেম-নিধে ! ।

ছন্দসিদক্ষা যে কবয়-

স্তম্ভমগিমধ্যং তে ক্রবতে ॥ ১৬ ॥

মন্দাক্রান্তান্ত্যযতিরহিতা,

মালঙ্কারে ! যদি ভবতি তৎ ।

মনোরমত্বাৎ) কথনীয়্য বাচ্যা ইত্যর্থঃ ! যত্র বৃত্তৌ প্রথমং চতুর্থং পঞ্চমং ষষ্ঠং নবমং দশমঞ্চাক্ষরং দীর্ঘং ভবেৎ পঞ্চভিঃ পঞ্চভি রক্ষরৈশ্চ উচ্চারণবিচ্ছেদঃ শ্রীং তাং চম্পকমালাং ক্রয়াদিতি সমুদিতার্থঃ । ইমামেবরুদ্রবতী মাছঃ, তথাচ ছন্দোমঞ্জরী “রুদ্রবতী সা যত্রভমসৃগাঃ” ইতি ॥ ১৫ ॥

অথ চম্পকমালামুপজীব্য সংক্ষেপেণ নবাক্ষর পাদায়াং বৃহত্যাং মগিমধ্য-মাহ চম্পক মালেত্যাदि । প্রেমনিধে ! (সম্বোধ) হে প্রেমসাগররূপিণি ! যত্র ছন্দসি, চম্পকমালা ইতঃপ্রাগ্দর্শিত-ছন্দঃ, অন্ত্যবিহীনা অন্ত্যো ন শেষাক্ষরেণ হীনা উনা (ভবতি) তৎ (কর্ম) ছন্দঃ ইত্যর্থঃ, ছন্দসি ছন্দঃশাস্ত্রে, দক্ষাঃ নিপুণাঃ, যে, কবয়ঃ, তে তাদৃশাঃ জনাঃ, মগিমধ্যং (চতুর্থ-পঞ্চময়োঃ স্তম্ভমগিমধ্যং গৌরবাম্পদং হারমধ্যগঃ) মগিরিব মধ্যং বসত্য তত্রথোক্তং) ক্রবতে কথয়ন্তি, লক্ষণ মুদাহরণম্ ॥ ১৬ ॥

অথ পুনঃ প্রস্তুত-দশাক্ষর পাদায়াং পঙক্তৌ এব হংসীমাহ মন্দেত্যাदि । সংক্ষেপোক্তি চতুরোহয়ং কবির্বক্ষ্যমাণ-মন্দাক্রান্তা-লক্ষণমেব শেষ ছেদরহিত-

(সংক্ষেপে বলিবার জন্য দশাক্ষর পাদছন্দের মধ্যে নবাক্ষরপাদ মগিমধ্য ছন্দ বলিতেছেন ।)

হে প্রেমনিধে ! যে ছন্দে চম্পকমালা শেষাক্ষর বিহীন হয়, তাহাকে ছন্দঃশাস্ত্র বিশারদ কবিগণ মগিমধ্য বলেন, অর্থাৎ প্রতি চরণে ১ম, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৯ম, অক্ষর যদি গুরু হয়, তেমন নবাক্ষর পাদছন্দ মগি-মধ্য । ১৬ ।

স। বিদ্বদ্ভিক্রবমভিহিতা,

জ্যেয়াহংসী কমলবদনে ! ॥ ১৭ ।

হ্রস্বোবর্ণো জায়তে যত্রষষ্ঠঃ,

কষ্মুগ্রীবে ! তদ্বদেবাক্ষমাত্যঃ ।

মত্র যোজয়তি মন্দাক্রান্তেতি । সালঙ্কারে ! (সম্বোধ) হে ভূষণবতি ! কমল বদনে ! (সম্বোধ) হে পদ্মমুখি !, “চত্বারঃ প্রাক্ স্ততনু ! গুববো দ্বৌ দর্শকাদর্শৌ চে নুক্ষে ! বর্ণো তদনু কুমুদামোদিনি ! দ্বাদশান্তো ! তদ্বচ্চান্তো যুগরসহরৈর্যত্র কান্তে বিরামো, মন্দাক্রান্তাং প্রবরকবয়স্তম্বি ! তাং সঙ্গিরন্তে” ইত্যুক্তলক্ষণ মন্দাক্রান্তা যদি অন্ত্যযতি-রহিতা, ত্রিযতিবিভক্তপাদা মন্দাক্রান্তা যদি শেষ যতি রহিতা ভবতি, অর্থাৎ মন্দাক্রান্তা লক্ষণানুসারেণ দশমাক্ষরং যাবৎ রচিত পাদা, যুগরসৈবিরামে সতি বিদ্বদ্ভিঃ পণ্ডিতৈঃ, হংসী অভিহিতা কথিতা, ক্রবং নিশ্চিতং জ্যেয়া জ্ঞাতব্যা ভবত্যা ইতি শেষঃ । ইদমেবলক্ষণমুদাহরণে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৭ ॥

অষ্টৈকাদশাক্ষরপাদায়াং ত্রিষ্টুভি শালিনীমাহ হ্রস্বইত্যাदि । কষ্মুগ্রীবে ! (সম্বোধ) কষ্মুরিব শঙ্খবৎ ত্রিরেখাযিতা গ্রীবা যন্তাঃ তৎসম্বোধে হে কষ্মুকন্তি ! হে তম্বি ! হে কুশাস্মি !, যত্রষষ্ঠৌ, ষষ্ঠোবর্ণঃ ষষ্ঠাক্ষরং হ্রস্বঃ লঘুঃ জায়তে ভবতি,

হে সালঙ্কারে ! হে কমল-মুখি ! মন্দাক্রান্তা যদি শেষ-যতিরহিতা হয় তবে (প্রতিচরণে মন্দাক্রান্তা তিন তিন খণ্ডে বিভক্ত, ১ম খণ্ড ৪ চাইর অক্ষরে, ২য় খণ্ড ৬ ছয় অক্ষরে, ও ৩য় খণ্ড ৭ সাত অক্ষরে তন্মধ্যে প্রতিচরণে শেষ খণ্ড রহিত হইলে) তাহাকে পণ্ডিতগণ হংসী বলিয়া থাকেন, নিশ্চয় জানিও । অর্থাৎ ১ম ৪টী অক্ষর ও দশমাক্ষর যদি গুরু হয় এবং ৪ চাইর অক্ষরে আর ৬ ছয় অক্ষরে যদি যতি (পাঠ-বিচ্ছেদ) হয় তবে তেমন দশাক্ষরপাদ ছন্দকে হংসী কহে । এই লক্ষণটাই এই ছন্দে রচিত । ১৭ ।

বিশ্রামঃ স্মাত্বি ! বেদৈস্তুরঙ্গৈ,
 স্তাং ভাষন্তে শালিনীং ছন্দসীয়াঃ ॥ ১৮
 আদ্য-চতুর্থমহীন-নিতম্বে !
 সপ্তমকং দশমঞ্চ তথান্ত্যম্ ।

অষ্টমাস্ত্যঃ অষ্টমাং অস্ত্যঃ অষ্টমাঙ্করাং পরোবর্ণঃ ইত্যর্থঃ নবমবর্ণ ইতিষাবৎ,
 তদ্বদেব ষষ্ঠবদেব, হ্রস্বোজায়তে ইত্যর্থঃ, বেদৈঃ চতুর্ভিঃ অক্ষরৈঃ তুরঙ্গৈঃ সপ্ত-
 ভিরক্ষরৈশ্চ, চকারোহিএঅর্থাদেব গমাতে) (রবিহ্রয়ানাং সপ্তত্বাং তুরঙ্গ-হয়-
 প্রভৃতিশব্দানাং সপ্তসংখ্যারূপেহর্থে শাস্ত্রবিদাং সঙ্কেতঃ) বিশ্রামঃ উচ্চারণ-
 বিরামঃ, স্তাং ভবেৎ, তাং তাদৃশীং বৃত্তিঃ, ছন্দসীয়াঃ (ছন্দঃ বিদস্তীতি ছন্দম্ +
 ঙ্গৈয়) ছন্দোবিদঃ কবয়ঃ, শালিনীং ভাষন্তে কথয়ন্তি ; শালিনীতিনাম্না নির্দিষ্টস্তী-
 ত্যর্থঃ । লক্ষণমেবোদাহরণে কৃতম্ ॥ ১৮ ॥

অথ ত্রিষ্টুপ্ছন্দশ্চৈব দোধকমাহ আদ্যেত্যাদি । অহীন নিতম্বে ! (সঘো)
 ন হীনঃ (স্থূলঃ) নিতম্বঃ (কটী পশ্চাভাগঃ) যস্তাঃ তৎসঘো, (পশ্চান্নিতম্বঃ
 স্ত্রীকট্যামিত্যমরঃ) হে ধনতম্বিনি ! ইত্যর্থ, যত্রবৃত্তে, আদ্যচতুর্থম্ আদ্যং
 চতুর্থক্ষারমিত্যর্থঃ, সমাহারদ্বন্দ্বাং ক্লীবত্বমেকত্বঞ্চ ; তথা সপ্তমকং দশমম্ অস্ত্যং
 শেষাঙ্করঞ্চৈত্যর্থঃ ; (প্রথমাস্ত্যং সর্বমেব ভবতীতি গম্যমানক্রিয়ায়াঃ কর্তৃপদম্)
 গুরুদীর্ঘঃ, (সর্বেষাম্ আদ্যচতুর্থমিত্যাदीনাং বিধেয়মিদম্) ভবতি, নহু অয়ি,
 প্রকটস্বরসারে ! (সঘো) কটঃ প্রকাশিতঃ স্রস্র সারঃ হাবভাবাদির্ঘস্তাঃ,
 তৎ সঘো, তৎ তাদৃশং বৃত্তং (দোধকঞ্চতৎ বৃত্তঞ্চৈতি কস্মধা) দোধক মিত্যেব

হে কস্মুকৃষ্টি হে তম্বি ! যে বৃত্তিতে ষষ্ঠবর্ণও নবমবর্ণ-
 হ্রস্ব হয় এবং চাইর অক্ষরে ও ৭ সাত অক্ষরে যতি (পাঠ
 বিচ্ছেদ) হয় তাহাকে ছন্দোবিৎ পণ্ডিতেরা শালিনী কহে ।
 লক্ষণটাই উদাহরণ । ১৮ ।

হে নিতম্বিনি ! যে বৃত্তে আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, ও
 অন্ত্য, অর্থাৎ একাদশ অক্ষর গুরু হয়, অয়ি প্রকটস্বর-

যত্র গুরুপ্রকটস্বর-সারে !,

তৎকথিতং ননু দোধক-বৃত্তম্ ॥১৯

যস্ম্যস্ত্রি-ষট্-সপ্তমমক্ষরং স্যাদ্ ;

হ্রস্বং সূজজ্যে ! নবমঞ্চ তদ্বৎ ।

গত্যাবিলজ্জীকৃত-হংসকান্তে ! *

তামিন্দ্রবজ্রাং ক্রবতে কবীন্দ্রাঃ ॥২০

সংজ্ঞা, বৃত্ত শব্দশ্চ সাধারণ বিশেষ্যত্বেন প্রযুক্তঃ,) কথিতং ভাষিতং, কবিভি-
রিত্তি কর্তৃপদং জ্ঞেয়ম্ । লক্ষণ মেবোদাহরণম্ । বৃত্তমক্ষর সংখ্যাত মিত্যুক্ত-
মেব, তত্রাক্ষর গণনায়া মিদমবধেয়ম্, নক্ষরতি ন চলতি ইত্যক্ষরং স্বর উচ্যতে
কেবল ব্যঞ্জনন্ত অক্ষর গণনাং নধর্তব্যং তেনাত্র প্রতিচরণং ন একাদশাক্ষর-
তানুনাধিকামিতি সৰ্ব্ব মবদাতম্ ॥ ১৯ ॥

তত্রৈব ইন্দ্রবজ্রা গাহ যস্তাঃ ইত্যাদি । সূজজ্যে ! (সদ্যে,) শোভনে জজ্যে,
জাম্বোধোদেশো যস্তাঃ তৎ সদ্যে, গত্যা বিলজ্জীকৃত-হংসকান্তে ! বিশেষণ
লজ্জতে ইতি বি-লসজ্ + অচ্, পচাদিবাৎ ততঃ স্থির্যামাপ্, বিলজ্জা, অবিলজ্জা
বিলজ্জীকৃতা (বিলজ্জা + চি) চৌচ ইতি ঈষ্মম্ ; বিলজ্জীকৃতা,) গত্যা পদক্রমেণ
বিলজ্জীকৃতা, হংসকান্তা যয়া সা তথোক্তা, তৎ সদ্যে পূংবদ্ভাষিত পুংস্কানুঙি
ত্যাদিনা পূংবদ্ভাবাৎ বিলজ্জীকৃতা ইত্যস্ত অন্ত্যাপ্ প্রত্যয়-নিবৃত্তিঃ । যস্তাঃ
বৃত্তেঃ ত্রিষট্-সপ্তমম্-বৃত্তি বিষয়ে সংখ্যাবাচকানাং পূরণার্থ নিয়মাৎ, তৃতীয়ং
ষষ্ঠং সপ্তমঞ্চাক্ষর মিত্যর্থঃ, হ্রস্বং লঘু, স্তাৎ ভবেৎ নবমঞ্চ অক্ষরম্, তদ্বৎ ত্রিষট্-
সপ্তমবৎ, হ্রস্বং ভবেদিত্যর্থঃ, তাং তাদৃশীং বৃত্তিং কবীন্দ্রাঃ কবিমুখ্যাঃ, ইন্দ্রবজ্রাং
ক্রবতে কথয়ন্তি । লক্ষণমুদাহরণং কৃতম্ ॥ ২০ ॥

সারে ! সেই বৃত্ত দোধক বলিয়া কথিত হয় । লক্ষণই
উদাহরণ । ১৯ ।

হে সূজজ্যে ! গতি-বিলজ্জীকৃতহংসকান্তে ! যে বৃত্তিতে
তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, ও নবম অক্ষর লঘু হয় তেমন একাদশা-
ক্ষর-পাদবৃত্তিকে কবিশ্রেষ্ঠগণ ইন্দ্রবজ্রা বলেন । ২০ ।

* গত্যাবিলজ্জীকৃত-হংসকান্তে । ইতি পাঠান্তরম্ ।

যদীন্দ্রবজ্রা-চরণেষু পূর্বে,
 ভবন্তিবর্ণাঃ লঘবঃসুবর্ণেঃ ।
 অমন্দমাদ্যন্মদনে ! তদানী
 মুপেন্দ্রবজ্রা কথিতা কবীন্দ্রেঃ ॥২১
 যত্র দ্বয়োরপ্যনয়ৌস্ত পাদা,
 ভবন্তি সীমন্তিনি ! চন্দ্রকান্তে ! ।

অথ তত্রৈব উপেন্দ্রবজ্রামাহ যদীন্দ্রেত্যাदि । অমন্দমাদ্যন্মদনে ! (সম্বো) অমন্দং উৎকটং মাদ্যন্ (বর্ষভোগ্যাদিবং ক্রিয়া-বিশেষণেনাপি তয়া তৎ পুং) মদনঃ কামঃ, যন্তাঃ তৎসম্বো, হে সমুদ্রিক্ত-গম্মথে !, যদি, ইন্দ্রবজ্রা চরণেষু ইতঃপ্রাগ্দর্শিতশ্চন্দ্রমশ্চতুর্ষু পাদেষু ; পূর্বে বর্ণাঃ, প্রথমৈকৈক-বর্ণাঃ লঘবঃ হ্রস্বাঃ, ভবন্তি জায়ন্তে, তদানীং তদা, সুবর্ণে ! (সম্বো) (শোভনঃ বর্ণঃ শরীর কাস্তির্ঘন্তাঃ তৎ সম্বো) হে কাস্তিমতি !, কবীন্দ্রেঃ ধীরবরৈঃ, উপেন্দ্রবজ্রা, (ইন্দ্রবজ্রায়াঃ লক্ষণশ্চ প্রায়শঃ সঙ্গতত্বেন নৈকট্যাৎ) কথিতা উক্তেত্যর্থঃ । যদি প্রতিচরণং প্রথমাক্ষরং লঘু শ্রাদত্বং সর্বম্ ইন্দ্রবজ্রাবৎ, তদা তাদৃশী বৃত্তিঃ কবিভি রুপেন্দ্রবজ্রোচ্যতে ইতি নিষ্কর্ষঃ । লক্ষণ মেবোদাহরণম্ ॥ ২১ ॥

অথ ত্রিষ্টুভ্যেব ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রাসঙ্কররূপামুপজ্জাতিমাহ যত্রেত্যাदि । সীম-
 স্তিনি ! (সম্বো) সীমন্তঃ কেহিবিদ্যাসঃ, অস্তাঃ অস্তীতি (সীমন্ত+ইন্+ঐ
 স্তিয়াম্) হে অবলে ! ইত্যর্থঃ (স্ত্রীবোধিদবলা যোষ', নারী সীমস্তিনি বধূরিত্য-
 মরঃ) চন্দ্রকান্তে ! (সম্বো) চন্দ্রশ্চেবকাস্তির্ঘন্তাঃ তৎ সম্বো, হে সৌম্যশোভাময়ি !

হে হৃন্দরবর্ণে ! উদ্ভূতগম্মথে ! যদি ইন্দ্রবজ্রার প্রত্যেক
 চরণের ১ম বর্ণ হ্রস্ব হয় তবে তাহাকে কবীন্দ্রগণ উপেন্দ্রবজ্রা
 বলেন । ২১ ।

যে বৃত্তিতে ইন্দ্রবজ্রাও উপেন্দ্রবজ্রা এই দুইয়েরই চরণ
 মিশ্রিত হয়, হে সীমস্তিনি ! হে চন্দ্রকান্তে আদ্যকবিগণ

বিদ্বদ্ভিরাদ্যৈঃ পরিকীৰ্তিতাসা,
 প্রযুক্ত্যতামিত্যুপজাতি'রেষা ॥ ২২ ।
 আখ্যানকী সা প্রকটী-কৃতার্থে !,
 যদীন্দ্রবজ্রা-চরণঃ পুরস্তাৎ ।

(কাস্তিঃ শোভেচ্ছ্রোঃ স্ত্রিয়ামিতি মেদিনী) যত্র বৃত্তৌ অনয়োঃ ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্র
 বজ্রয়োঃ, দ্বয়োরপি, পাদাঃ চরণাঃ ভবন্তি জায়ন্তে, যত্র ইন্দ্রবজ্রোপেন্দ্রবজ্রা-পাদানাং
 পরস্পরং সঙ্করো ভবতীতি নিদ্বর্ধঃ, সা তাদৃশী, এষা (লক্ষণশ্চৈবলক্ষ্যতয়া নির্মাণা-
 দেবং নির্দেশঃ, ইয়ং বৃত্তিঃ আদ্যৈঃ প্রাক্তনৈঃ মুখ্যার্থা, বিদ্বদ্ভিঃ পণ্ডিতৈঃ,
 উপজাতিরিতি পরিকীৰ্তিতা কথিতা, প্রযুক্ত্যতাম্ প্রয়োগেহধিক্রিয়তাম, বাব-
 হ্রিয়তামিতি যাবৎ স্বয়েতি শেষঃ । অস্মিন্ লক্ষণরূপে উদাহরণেতু ১ম ৩য়
 চরণৌ ইন্দ্রবজ্রায়াঃ, ২য় ৪র্থ চরণৌচ উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ ইতি অর্ধসমবৃত্তভেদাস্ত-
 র্গতা একধা উপজাতিঃ । ১মাদি পাদানাং সঙ্করতস্ত উপজতির্দ্বাদশধা ভবতি,
 তথাচ বৃত্তরত্নাকরে, “অনন্তরোদীরিতি লক্ষ্য ভার্জৌ পাদৌ যদীয়া বৃপজাতয়স্তাঃ”
 ইতি বহুবচন-নির্দেশঃ কৃতঃ । অত্র উপজাতিত্বেনৈক্যং মনসিকৃত্য একবচন
 নির্দেশঃ কৃতবান্ ইতি ॥ ২২ ॥

অথ ত্রিষ্টুভ্যেব উপজাতিষু স্বতন্ত্ররূপেণ আখ্যানকীং বিপরীত পূর্বাঞ্চ দ্বয়-
 মেব একেনৈব লক্ষণেনাহ আখ্যানকীত্যাदि । প্রকটীকৃতার্থে ! (সম্বো, প্রকটী
 কৃতঃ ব্যক্তিং প্রাপিতঃ, অর্থঃ অভিপ্রায়ঃ, যয়া, তৎ সম্বো, হে প্রকাশিতাভি-
 প্রায়ে ! যদি, পুরস্তাৎ প্রথমতঃ, ইন্দ্রবজ্রাচরণঃ ইন্দ্রবজ্রায়াঃ পাদাঃ, স্তাৎ, অন্তে-
 হপরে, পশ্চাদ্বর্তিনস্তয়ঃ, উপেন্দ্রবজ্রাচরণাঃ উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ পাদাঃ, স্তাঃ তদা সা
 তাদৃশী, আখ্যানকী, (ইদংনাম) মনীষিণা কবিনা, উক্তা কথিতা । ইদমেব

কর্তৃক তাহা, এইরূপ, উপজাতি, বলিয়া কীর্তিত, তুমিও
 ব্যবহার কর । ২২ ।

যদি ১ম চরণ, ইন্দ্রবজ্রার, আর শেষ ৩ তিনটি চরণ
 উপেন্দ্রবজ্রার হয় তবে তাহাকে মনীষীগণ অখ্যানকী বলেন ।

উপেন্দ্রবজ্রা-চরণাস্ত্রয়োহন্তে,
 মনীষিণোক্তা, বিপরীত পূৰ্ব্বা ॥ ২৩ ॥
 আদ্যমক্ষরমতন্তৃতীয়কং,
 সপ্তমঞ্চ নবমং তথান্তিমম্ ।

লক্ষণমুদাহরণম্ । অত্রৈব বিপরীত পূৰ্ব্বামাহ বিপরীতপূৰ্ব্বৈতি । নান্নৈব লক্ষণ
 নির্দেশঃ শ্লেষাৎ, বিপরীতঃ পূৰ্ব্বঃ যন্তাঃ সা, বিপরীতপূৰ্ব্বা, আখ্যানকোব
 বিপর্যাস্তপূৰ্ব্বাচেৎ বিপরীত পূৰ্ব্বাখ্যা মনীষিণা উক্তা, ভবতীতি যোজ্যম্ । যদি
 প্রথমতঃ উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ পাদত্রয়ং, শেষভূতশ্চতুর্থপাদশ্চ ইন্দ্রবজ্রায়াঃ, তদা
 আখ্যানকোব পূৰ্ব্ববিপর্যাসাৎ বিপরীত পূৰ্ব্বা উচ্যতে ইতি নিষ্কৰ্ষঃ । লক্ষণমিদ-
 মেব বিপর্যায়ং কৃত্বা বিপরীত পূৰ্ব্বায়াঃ উদাহরণং দ্রষ্টব্যম্ । আখ্যানকীং
 বিপরীত-পূৰ্ব্বাঞ্চ অত্রথা মন্ত্ৰস্থেহপরেচ্ছন্দোবিদঃ, তথাচ অঙ্কসমবৃত্ত-প্রকরণে
 বৃত্তরত্নাকরকং

“আখ্যানকী, তৌ জগুরুগওজে, জতাবনোজে জগুরুগুরুশ্চেৎ” । ১ ।

“জতৌ জগৌ গো বিষমে সমেচেৎ, তৌ জগৌ গএষা বিপরীতপূৰ্ব্বা” । ২ ।

ইত্যেবং লক্ষণ দ্বয়মুক্তবান্ । ওজে বিষমচরণে, অনোজে সমচরণে, ইত্যর্থঃ
 যদি বিবমপাদৌ (১ম ওয়ৌ) ইন্দ্রবজ্রায়াঃ, সমৌ পাদৌ (২য় ওর্থৌ) উপেন্দ্র
 বজ্রায়াঃ, তদা আখ্যানকী যদি সমৌ পাদৌ (২য় ওর্থৌ) ইন্দ্রবজ্রায়াঃ, বিষম
 পাদৌচ (১ম ওয়ৌ) উপেন্দ্রবজ্রায়াঃ, তদা বিপরীতপূৰ্ব্বা ইতি পরিস্কৃতোহর্থঃ ।
 কালিদাসস্তাত্র মতভেদ-বীজং ন জানৌমহে ॥ ২৩ ॥

অথ ত্রিষ্টুভ্যেব রথোক্ততামাহ আদ্যমিত্যাदि । ইন্দুমুখি ! (সম্বো) ইন্দুরিব
 (আহ্লাদকৃত্ব) মুখং যন্তাঃ, তৎসম্বো, হে চন্দ্রমুখি ! ইত্যর্থঃ, যত্র (বৃত্তৌ)
 আদ্যম্, আদৌভবং প্রথমম্, অতঃ অস্মাৎ পরং ; তৃতীয়কং তৃতীয়ং, সপ্তমঞ্চ,

১ম চরণ উপেন্দ্রবজ্রারও শেষ তিনটি চরণ ইন্দ্রবজ্রার হইলে,
 বিপরীত পূৰ্ব্বা বলেন । ২৩ ।

হে চন্দ্রমুখি ! যে বৃত্তিতে আদ্য অক্ষর, ও তৎপর তৃতীয়

দীর্ঘমিন্দুমুখি ! যত্র জায়তে,

তাং বদন্তি কবয়ো, রথোদ্ধতাম্ ॥ ২৪ ॥

অক্ষরঞ্চ নবমং দশমঞ্চ,

ব্যত্যয়াদ্ভবতি তত্র বিনীতে !

প্রাক্তনৈর্যদি মৃগীক্ষণযুগ্মে !,

স্বাগতেতি কবিভিঃ কথিতাসৌ ॥ ২৫ ॥

তথা ইতিচার্থে, নবমমস্তিমঞ্চ, পাদশেষভূতমেকাদশঞ্চ, অক্ষরমিতি সর্কেষাং বিশেষ্যম্, দীর্ঘংগুরু, জায়তে ভবতি, তাং তাদৃশীং, (বৃত্তিং) কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ, রথোদ্ধতাং বদন্তি রথোদ্ধতেতিনাম্ কথয়ন্তি ইত্যর্থঃ । লক্ষণমুদাহরণম্ ॥ ২৪ ॥

অথ তত্রৈব স্বাগতামাহ অক্ষরক্ষেত্যাদি । বিনীতে ! (সম্বোধ) হে বিনয়-শালিনি ! মৃগীক্ষণযুগ্মে ! (সম্বোধ) মৃগ্যাঃ হরিণ্যাঃ ইব দ্বীক্ষণযুগ্মং নেত্র-যুগলং যন্তাঃ তৎসম্বোধে, যদি, তত্র রথোদ্ধতায়াম্, নবমং, দশমঞ্চ, অক্ষরং বর্ণং, ব্যত্যয়াং (ল্যব্ লোপে পঞ্চমী) ব্যত্যয়ং বিপর্যয়ং প্রাপ্য, ইত্যর্থঃ, ভবতি জায়তে, (যদি নবমাক্ষরং লঘু ; দশমঞ্চ গুরু, ভবতি ; অতঃসর্বং রথোদ্ধতা-সমানমিতি সর-লার্থঃ) তদা, অসৌ নবম-দশম-ব্যত্যয়বুতারথোদ্ধতেত্যর্থঃ, প্রাক্তনৈঃ প্রাচীনৈঃ, কবিভিঃ কাব্যজ্ঞৈঃ, স্বাগতেতি কথিতা কীর্তিতা । লক্ষণমেব উদাহরণং কৃতম্ ॥ ২৫ ॥

সপ্তম, নবম এবং শেষ অর্থাৎ একাদশ, অক্ষর দীর্ঘ হয়, তাহাকে কবিগণ রথোদ্ধতা বলেন । ২৪ ।

হে বিনয়িনি ! হে মৃগীনয়নে ! যদি সেই রথোদ্ধতা বৃত্তিতে নবম ও দশম অক্ষর বিপর্যয় প্রাপ্ত হইয়া হয় তাহা হইলে ঐটি অর্থাৎ নবম-দশমাক্ষর-বিপর্যয় রথোদ্ধতা, প্রাচীন কবিদিগকর্তৃক স্বাগতা বলিয়া কথিত । লক্ষণটাই উদাহরণরূপে গ্রাহ্য । ২৫ ।

সতৃতীয়ক-ষষ্ঠ মমন্দরতে !,

নবমং বিরতি-প্রভবং গুরুচেৎ ।

ঘন-পীন-পয়োধর-ভার-নতে !,

ননু তোটক-বৃত্তমিদং কথিতম্ ॥ ২৬ ॥

যদি তোটকস্ত গুরু পঞ্চমকং,

বিহিতং বিলাসিনি ! তদক্ষরকম্ ।

অথ দ্বাদশাক্ষর-পাদায়াং জগত্যাং প্রথমতস্তাবৎ তোটকং বৃত্তমাহ সতৃতীয়-কেত্যাди । অমন্দরতে ! (সম্বোধ) অমন্দা উৎকৃষ্টা রতি র্যস্তাঃ, তৎসম্বোধে, হে শোভনরতে !, ঘনপীনপয়োধরভারনতে ! (সম্বোধ) ঘনো-সান্দ্রো, পীনো স্থূলো চ, (দ্বয়োবিশেষণয়ো রেকস্ত বিশেষ্যত্ব কল্পনয়া কৰ্ম্মধারয়ঃ) যৌ পয়োধরৌ (কৰ্ম্মধা) তয়োৰ্ভারঃ (৬ষ্ঠীতৎ) তেননতা (৩য়া তৎপুঃ) তৎসম্বোধে, হে ঘন-পীনস্তনভর-নত্রে !; চেৎ যদি, সতৃতীয়কষষ্ঠং তৃতীয়ং ষষ্ঠক্ষেত্যর্থঃ, (তথা) নবমং, বিরতি-প্রভবং বিরতো অবসানে প্রভবঃ বিদ্যমানতা যন্ত, তত্তথোক্তং পাদ-শেষাক্ষরক্ষেত্যর্থঃ, গুরু দীর্ঘং ভবতি, ননু অয়ি সুন্দরি ! তদা, ইদম্ এতৎ, প্রথিতরূপমিত্যর্থঃ, তোটক-বৃত্তং তোটকাখ্যং বৃত্তং কথিতং কীৰ্ত্তিতং কবিত্তিরিতি শেষঃ । লক্ষণমেবোদাহরণং কৃতম্ ॥ ২৬ ॥

অথ জগত্যাং প্রথমতঃ সতৃতীয়মাহ বদীত্যাди । বিলাসিনি ! (সম্বোধ) হে বিলাসবতি !, অবলে ! (সম্বোধ) হে সীমন্তিনি ! যদি, তোটকস্ত অব্যবহিত

অয়ি উত্তমরতিদায়িনি ! হে ঘনপীনস্তনভরনতে !, যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, ও পাদশেষাক্ষর অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষর গুরু হয়, তবে এইটী তোটক বৃত্ত বলিয়া কথিত । লক্ষণই উদাহরণ । ২৬ ।

হে বিলাসিনি ! হে অবলে ! যদি তোটকের পঞ্চম অক্ষর গুরু বিহিত হয়, এবং যদি ষষ্ঠ অক্ষর গুরু বিহিত না হয়,

রসসংখ্যকং গুরু নচেদবলে !,
 প্রমিতাক্ষরেতি কবিভিঃ কথিতা ॥২৭॥
 যদাদ্যং চতুর্থং তথা সপ্তমংস্রাং,
 তথৈবাক্ষরং হ্রস্বমেবাদশাদ্যম্ ।

পূর্বকথিত বৃত্তান্ত, পঞ্চমকমক্ষরকং (উভয়ত্র স্বার্থকঃ) পঞ্চমমক্ষর মিত্যর্থঃ,
 গুরু দীর্ঘং, বিহিতংকৃতং, স্রাং, চেং যদি, চ, রসসংখ্যকং ষষ্ঠং (অক্ষরং)
 গুরু দীর্ঘং, ন, বিহিতং স্রাদিত্যর্থঃ, তং (অব্যয়ম্) তদা, কবিভিঃ কাব্যাক্ষেঃ,
 প্রমিতাক্ষরেতি কথিতা, প্রমিতাক্ষরা নাম্না প্রোক্তেত্যর্থঃ । লক্ষণ মেবাদাহরণ-
 রূপেণ নিশ্চিতম্ ॥ ২৭ ॥

তত্রৈব ভূজঙ্গপ্রয়াতমাহ যদেতাদি । শরচ্চন্দ্র বিদ্বেষিবক্তারবিন্দে !
 (সস্বো) শরদঃ তদাখ্যাত্ত ঋতোঃ, চন্দ্রঃ (৬ষ্ঠী তং) তং সাধু বিদ্বেষিষ্ট ত্বক্করো-
 তীতি (শরচ্চন্দ্র বি-দ্বিৎ+ঘিণিন্) যুক্তভজ্যেতাদি স্ত্রেণ তং সাধুক্যারিতায়াং
 ঘিণিন্ প্রত্যয়ঃ (যদ্যপি বিদ্বেষো বৈঃ তথাপি উপমেয়স্ত উৎকর্ষ-পূর্বক
 মৌপম্যং বোধয়িতু মেব এবং কল্পন্তে কবয়ঃ, তথাচ সাদৃশ্যচক পর্যায়ে দর্শিতং
 দণ্ডিনা, (স্পর্ধিতে-জয়তি-দ্বেষি, দ্রুহতি, প্রতিগজ্জতীতি ।) শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষি,
 বক্ত্রমেব অরবিন্দং যস্তাঃ, তংসস্বো, হে শারদেন্দ্রবিদ্বেষি-মুখকমলে ! ইত্যর্থঃ ।
 যদা, আদ্যং, চতুর্থং, তথা শব্দোহএ চার্থে সপ্তমং একাদশাদ্যাক্ষেব দশম
 ঋবেতি যাবৎ, অক্ষরং বর্ণং, হ্রস্বমিতি প্রত্যেকাধ্বয়ি, লঘু স্রাদিত্যর্থঃ, তদা

অর্থাৎ তোটক লক্ষণে ষষ্ঠাক্ষর গুরু হওয়া চাই যদি তদ্রূপ
 না হইয়া লঘু হয় তবে কবিগণ প্রমিতাক্ষরা, বলেন । লক্ষণই
 উদাহরণ । ২৭ ।

হে শারদচন্দ্র-বিদ্বেষিমুখকমলে ! যেখানে আদ্য, চতুর্থ,
 সপ্তম ও একাদশাদ্য অর্থাৎ দশম, অক্ষর, হ্রস্ব হয়, সেখানে

শরচ্চন্দ্রবিদ্বৈষি-বক্তারবিন্দে !,

তদোক্তং কবীন্দ্রেভু জঙ্গ-প্রয়াতম্ ॥২৮॥

অয়ি কুশোদরি ! যত্র চতুর্থকং,

গুরুচ সপ্তমকং দশমন্তথা ।

বিরতিগঞ্চ তথৈব স্মমধ্যমে !,

দ্রুত-বিলম্বিত মিত্যুপদিশ্যতে ॥ ২৯ ॥

কবীন্দ্রে: কবিমুখ্যে:, ভুজঙ্গ-প্রয়াতম্ (ভুজঙ্গস্ত প্রয়াতমিব লঘুগুরুচ্চারণভঙ্গ্যেতি ভাবঃ) উক্তং কথিতং ভবতীত্যর্থঃ । লক্ষণ মেবোদাহরণম্ ॥ ২৮ ॥

অথ তত্রৈব দ্রুতবিলম্বিত মাহ অয়ীত্যাदि । অয়ীতি কোমলামন্ত্রণেহব্যয়ম্ । কুশোদরি ! (সস্বো) কুশমুদরং যন্তা:, তৎসস্বো, হে অল্লোদরি ! (অতএব) স্মমধ্যমে ! (সস্বো) স্ম শোভনং, মধ্যমং যন্তা: তৎসস্বো ; হে স্মন্দরমধ্যে ! যত্র দ্বাদশাক্ষরবৃত্তে, চতুর্থকং, সপ্তমকঞ্চ, অক্ষরং গুরু দীর্ঘং, (ভবতি) দশমম্ অক্ষরঞ্চৈত্যর্থঃ, তথা তাদৃশং গুরু, ভবতীত্যর্থঃ ; বিরতিগঞ্চ, বিরতিং বিরাম স্থানং গচ্ছতীতি (বিরতি-গম্ + ড) বিরতিগম্, পাদাস্তম্ভ মক্ষরঞ্চ, তথৈব দীর্ঘ-মেব, (ভবতি) তদ্বৃত্তং (পূর্ব্বং যত্রৈতিপ্রয়োগাৎ) দ্রুতবিলম্বিতম্ ইতি দ্রুত-বিলম্বিত নাম্না ইত্যর্থঃ উদাদিগুতে নির্দিশ্যতে, কবিভিরিতি শেষঃ । ইদং লক্ষণ-মেবো দাহরণম্ ॥ ২৯ ॥

অর্থাৎ তাহাকে কবীন্দ্রগণ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, বলেন । লক্ষণই উদাহরণ । ২৮ ।

অয়ি কুশোদরি ! স্মমধ্যে যে বৃত্তে চতুর্থ, সপ্তম, দশম, বিরতিগত অর্থাৎ চরণশেষাক্ষর (দ্বাদশাক্ষর) গুরু হয় তাহাকে কবিগণ দ্রুতবিলম্বিত বলেন । ২৯ ।

প্রথমাঙ্কর মাদ্য-তৃতীয়য়ো,
 দ্রুতবিলম্বিতকস্মহি পাদয়োঃ, ।
 যদি নাস্তি তদা কমলেক্ষেণে !,
 ভবতি সুন্দরি ! সা হরিণী-প্লুতা ॥ ৩০ ॥
 উপেন্দ্রবজ্রা-চরণেষু সন্তি চে ;
 দুপান্ত্যবর্ণাঃ লঘবঃ পরে-কৃতাঃ ।

অথ ত্রিষ্টু বজ্রগতোঃ সঙ্কররূপং হরিণীপ্লুতাখ্য মর্দনমবৃত্ত-বিশেষ মাহ প্রথ-
 মেত্যাदि । কমলেক্ষেণে ! (সঘো) কমলেইব দীক্ষণে চক্ষুযৌ যন্তাঃ, তৎসঘো,
 হে পদ্মাঙ্গি !, সুন্দরি ! (সঘো) হে রমণি ! ; দ্রুতবিলম্বিতকস্ম অবাধিত
 প্রাপ্তকস্ম দ্রুতবিলম্বিতকস্ম চন্দসঃ, হি পাদপূরণার্থমব্যয়ম্ । আদ্য-তৃতীয়য়োঃ
 পাদয়োঃ প্রথম তৃতীয়য়োঃ চরণয়োঃ, প্রথমাঙ্করং আদ্যমাঙ্করং, যদি, নাস্তি ন
 বিদ্যতে, ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, যদি প্রথম তৃতীয় চরণৌ প্রথমাঙ্কর-হীনৌ ভবতঃ,
 ইতি সারার্থঃ, তদা, সা তাদৃশী বৃত্তিঃ, হরিণীপ্লুতা (লঘুগুরু-সন্নিবেশ-বিশেষাৎ
 উচ্চারণস্ত ভঙ্গ্যা হরিণী-প্লুতগতি সাদৃশ্যাদিত্যেয়ম্) ভবতি জায়তে, ইত্যর্থঃ ।
 লক্ষণমুদাহরণম্ ॥ ৩০ ॥

অথ জগত্যামেব বংশস্থবিল মাহ উপেন্দ্রবজ্রেত্যাदि । মদোল্লসদ্রজিত
 কামকান্দুকে ! (সঘো) মদেন যৌবন-প্রভবমাহুতয়া, উল্লসন্ত্যা ক্ষুরন্ত্যা,
 ক্রবা নয়নোপরিস্থ-রোমরাজিস্থবন্ধিনরেখয়া, জিতং পরাস্তং, কামকান্দুকং
 কামধনুর্ঘয়া, তৎসঘো, হে মদক্ষুরদ্রজিতকামচাপে ! উপেন্দ্রবজ্রা চরণেষু

হে কমলাঙ্গি ! হে সুন্দরি ! দ্রুতবিলম্বিতচন্দ্রের ১ম ও
 ৩য় চরণে যদি প্রথম অঙ্কর না থাকে তবে তাহা হরিণীপ্লুতা
 হয় । লক্ষণটাই উদাহরণ হইয়াছে । ৩০ ।

হে মদক্ষুরদ্রজিতকামশরাসনে ! যদি পূর্বোক্ত উপেন্দ্র
 বজ্রার চরণে শেষে এক একটি গুরুবর্ণ যোজিত ও উপান্ত্য-

মদোল্লসদ্ভ্রাজিত-কাম-কান্মুকে !,

বদন্তি বংশস্থবিলং বুধাস্তদা ॥ ৩১ ॥

যস্তামশোকাক্ষুর-পাণি-পল্লবে !,

বংশস্থ-পাদা, গুরুবর্ণ-পূর্বকাঃ ।

(অধিক,) উপেক্ষবজ্রায়াঃ ত্রিষ্টুভির্দর্শিতায়াঃ পাদেষু, পরে-কৃতাঃ (বিশেষণম্ পরে শেষে, কৃতাঃ বিহিতাঃ, একৈকশোবর্ণাঃ যেযাং (অলুগস্তাপদলোপী বহু-ব্রীহিঃ) পশ্চাদ্বিহিতৈকৈকর্ণাঃ সন্তুঃ ইত্যর্থঃ, উপান্তাবর্ণাঃ অন্তাবর্ণানাং পূর্ববর্ণা, একাদশাক্ষরাণীতি যাবৎ চেৎ যদি, লঘবঃ হ্রস্বাঃ, সন্তু ভবন্তি, তদা, বুধাঃ কবয়ঃ, বংশস্থবিলং (কান্মুকাঃ)—(বংশস্থচ্ছিন্নবৎ, অন্তরান্তরা, গুরুসন্নিবেশাদেবং সংজ্ঞেতানু সন্ধেয়ম্) বদন্তি কথয়ন্তি । লক্ষণমেবোদাহরণম্ ॥ ৩১ ॥

অথতত্রৈব ইন্দ্রবংশামাহ যস্তামিত্যাদি । অশোকাক্ষুরপাণিপল্লবে ! (সম্বোধে) অশোকাক্ষুরঃ অশোকস্ত অক্ষুরঃ অভিনবপল্লবঃ, (“অক্ষুরোহ অভিবোদ্ধিদি” ইত্যমরঃ) সচ গাঢ়রক্তঃ, তদ্বৎ পাণীএব পল্লবো, যস্তাঃ তৎসম্বোধে, পাণোঃ কোমলত্ববাজনার্থং পল্লবস্বরোপঃ ইতি ধোয়ম্ ; হে অশোকাক্ষুরকরপল্লবে ! তারুণাহেলারতিরঙ্গলীলসে ! (সম্বোধে) তারুণ্যাৎ যৌবনাৎ হেতোঃ যাঃ হেলাঃ লীলাঃ তাভিঃ রতিরঙ্গে কামনাটনে, লীলসা মনোরমা ; তৎসম্বোধে, হে যৌবন-লীলারতিরঙ্গ বিলাসিনি ! যস্তাং বৃত্তৌ, বংশস্থপাদাঃ, ইতঃ পূর্বোক্তস্ত বংশস্থ-বিলস্ত চরণাঃ, (“এতদ্ভূতানাপি সমুদয়ো গম্যতে” ইতি ত্রায়াং বংশস্থশব্দেন অত্র বংশস্থবিলং জ্ঞেয়ম্) গুরুবর্ণ-পূর্বকাঃ গুরুবঃ দীর্ঘাঃ, বর্ণাঃ পূর্বে যেযাং তে তথোক্তাঃ, প্রথমতো গুরুক্ষরুক্তাঃ ইত্যর্থঃ, (ভগন্তি) তাং তাদৃশীং বৃত্তিং কবয়ঃ কাব্যবিদঃ ইন্দ্রবংশাং প্রচক্ষতে ইন্দ্রবংশেতি নাম্না নির্দিষ্টত্বীত্যর্থঃ ।

বর্ণগুলি লঘু হয়, তাহাইহলে বুধগণ, বংশস্থবিল বলেন ।

লক্ষণই উদাহরণ । ৩১ ।

হে অশোকাক্ষুরকরপল্লবে ! হে যৌবন-লীলারতিরঙ্গ-বিলাসিনি ! যে বৃত্তিতে বংশস্থবিলের চরণগুলির ১ম বর্ণ

তাকণ্য-হেলারতিরঙ্গ-লালসে !

তামিন্দ্রবংশাং কবয়ঃ প্রচক্ষতে ॥ ৩২ ॥

যস্ত্যাং প্রিয়ে ! প্রথমমথাক্ষর-দ্বয়ং,

তুর্যাং তথা গুরু, নবমং দশান্তিমম্, ।

লক্ষণমেবোদাহরণম্ । বংশস্থবিলেন্দ্রবংশয়োঃ সঙ্করেতু উপজাতিরেব বোদ্ধব্যং ; ইথং কিলাত্মাস্বপিমিশ্রিতাসু, বদন্তি জাতিষ্টিদমেব নাম” ইতিচ্ছন্দোমঞ্জর্যুক্তোঃ, তথাচ উদাহরণং মাধকাব্যোঃ—

ইথং রথাস্থেভনিষাদিনাং প্রগে,

গণেনুপাণামথ তোরণাবহিঃ ।

প্রস্থান-কালক্ষম-বেশকল্পনা-

কৃতক্ষণক্ষেপমুদৈক্ষতাচ্যুতম্ ॥ ইতি ॥ ৩২ ॥

অথ অতিজগত্যাং ত্রয়োদশাক্ষর পাদায়াং প্রভাবভীমাহ যস্ত্যাংপ্রিয়ে ইত্যাদি ! প্রিয়ে ! (সখ্যো) হে দয়িতে ! অমৃতরূপে ! (সখ্যো) অমৃতমিব, (শ্রবণেন তৃপ্তেরসমাপ্তত্বং) কৃতং ভাষিতং, যস্ত্যাং তৎসখ্যো, হে অমৃতভাষিণি ! যস্ত্যাং বৃত্তৌ প্রথম মক্ষরদ্বয়ম্ আদিমবর্ণদ্বয়ম্, অথ অনন্তরং, তথাশব্দশচাপে তুর্যাং চতুর্থং, নবমং দশান্তিমম্ একাদশম্, অন্ত্যক্ষ প্রতিপাদশেষাক্ষরঞ্চ, ত্রয়োদশাক্ষরক্ষেতর্যঃ, চেৎ যদি, গুরু দীর্ঘং, ভেবৎক্যাং, যতিরপি যতিশ্চ তিস্বেষ্টে বিশ্রামশ্চ, যুগপ্রটৈঃ চতুর্ভিন্যভিশ্চাক্ষরৈ, ভবেৎ তদা, সা তাদৃশী বৃত্তিঃ প্রভা-

গুরু হয়, তাহাকে কবিগণ ইন্দ্রবংশা বলেন ! লক্ষণই উদাহরণ । ৩২ ।

হে প্রিয়ে ! হে অমৃতভাষিণি ! যে বৃত্তিতে প্রথমাক্ষর-দ্বয় ও চতুর্থ, নবম, একাদশ, এবং প্রতিপাদের শেষ, অর্থাৎ ত্রয়োদশ, অক্ষর গুরু হয়, অথচ যদি চারি অক্ষরে ও ৯ নয়

অন্ত্যং ভবেদৃষতি রপি চেদ্যুগ-এইঃ,
 সালক্ষ্যতামমৃতকতে ! প্রভাবতী ॥ ৩৩ ॥
 আদ্যক্ষেত্রিতয়মথাক্ষমং নবান্ত্যং,
 দ্বৌবর্ণো, গুরু, বিরতৌ সুভাষিতে ! স্মাৎ !
 বিশ্রামো ভবতি মহেশ-নেত্রদিগ্ভি,
 বিজ্ঞেয়া ননু সুদতি ! প্রহর্ষিণী সা ॥ ৩৪ ॥

বতী, লক্ষ্যতাম, প্রভাবতীতি পরিচীয়তা মিত্যর্থঃ, ভবত্যা ইতিশেষঃ । লক্ষণ-
 মেবোদাহরণম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ তত্রপ্রহর্ষিণী মাহ আদ্যক্ষেত্রিতাদি । ননু অয়ি, সুদতি ! (সযো) সু
 শোভনাঃ, দস্তাঃ দশনাঃ যন্তাঃ, তৎসযো. (বহুব্রীহৌ দস্তশব্দস্ত দৎ, ঙ্গে প্রত্যয়শ্চ),
 হে সুদশনে !, সুভাষিতে (সযো) সু শোভনংভাষিতং বচনং যন্তাঃ, তৎসযো,
 হে সুবচনে !, যদি আদ্যং আদৌভবং প্রথমং, ত্রিতয়ং এয়ম, অক্ষরং প্রথম-
 স্তয়োবর্ণাঃ ইতি সন্নিহিতার্থঃ । অথ তৎপরতঃ, অষ্টমং, নবান্ত্যং দশমম্, অক্ষরং
 গুরু, দীর্ঘং (অত্র গুরুশব্দঃ আসত্তি-রহিত-ভাবেন প্রযুক্তশ্ছন্দোহনুরোধাৎ সোঢব্যঃ)
 স্মাৎ ভবেৎ, (তথা, বিরতৌ বিরাম-স্থলে পাদান্ত ইত্যর্থঃ, দ্বৌ বর্ণো, দ্বৈ অক্ষরে
 গুরু দীর্ঘৌ ভবেতামিতি বিভক্তি-বিপরীণামেনাঘ্যঃ, (যদিচ) মহেশ-নেত্রদিগ্ভিঃ
 ত্রিভির্দর্শভিঃ, বিশ্রামোভবতি পাঠচ্ছেদো ভবতি, (তদা) সা বৃত্তিঃ ; প্রহর্ষিণী
 বিজ্ঞেয়া, প্রহর্ষিণীতি বোদ্ধব্য ইত্যর্থঃ । লক্ষণ মেব লক্ষ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরে যতি হয়, তবে তাহাকে প্রভাবতী বলিয়া লক্ষ্য করিও
 (জানিও) লক্ষণই উদাহরণ । ৩৩ ।

হে সুবচনে ! হে সুদশনে ! যদি আদ্য তিনটি অক্ষর ও
 তৎপর অষ্টম, দশম, ও পাদান্তে অক্ষরদ্বয় অর্থাৎ দ্বাদশ
 ত্রয়োদশ অক্ষর গুরু হয়, এবং তিন ও দশঅক্ষরে পাঠ-বিরাম
 ঘটে, তবে তাহাকে প্রহর্ষিণী জানিবে । ৩৪ ।

আদ্যং দ্বিতীয়মপিচেদগুরু তচ্চতুর্থং,
 যত্রাষ্টমঞ্চ, দশমান্ত্যমুপান্ত্য মন্ত্যম্ ।
 অষ্টাভি রিন্দুবদনে ! বিরতিশ্চ ষড়্ভিঃ,
 কান্তে ! বসন্ত-তিলকং কিল তদ্বদন্তি ॥ ৩৫ ।
 প্রথমমগুরু, ষট্কং, বিদ্যতে, যত্র কান্তে !
 তদনুচ দশমক্ষেদ্বাদশান্ত্যং স্ননেত্রে ! ।

অথ প্রতিপাদং চতুর্দশাক্ষরায়াং শব্দার্থাং বসন্ততিলকমাহ আদ্য মিত্যাदि ।
 ইন্দুবদনে । (সঘো) হে চন্দ্রমুখি !, যত্র বৃত্তে, আদ্যং, দ্বিতীয়ং, চতুর্থম্,
 অষ্টমম্, দশমান্ত্যম্ একাদশম্, উপান্ত্য, ত্রয়োদশম্, অন্ত্যং প্রতিপাদ শেষভূতং
 চতুর্দশমিত্যাং, অপি, সমুচ্চয়ে, অক্ষরমিতি সর্কেষাং বিশেষ্যাম্, গুরু দীর্ঘং,
 (ভবতি) চেৎযদি, অষ্টাভিঃ (অক্ষরৈঃ) ষড়্ভিঃ (চ) অক্ষরৈঃ) বিরতিশ্চ
 পাঠবচ্ছেদশ্চ, (ভবতি) তৎ (অব্যয়ম্) তদা, কান্তে ! (সঘো) হে প্রিয়ে !
 তৎ (সর্কনাম, বৃত্তমভি লক্ষ্যপ্রয়োগাৎ ক্লীবলিঙ্গ নির্দেশঃ) বৃত্তং, কিল ইতি
 ঐতিহ্যেহব্যয়ম্, বাক্যালঙ্কারেচ, বসন্ততিলকং বদন্তি, বসন্ততিলকমিতি কথয়ন্তু
 কবয়ইতি শেষঃ । লক্ষণমেবোদাহরণং সর্কত্রেবৈবম্ । অত্র কেচিৎ মধ্যে যতিং
 নেচ্ছন্তি তথাচ এবং পরাক্টিং পঠন্তি, “নেত্রাক্ষুশৈর্বশিতকাম-মতঙ্গজেন্দ্রে ! কান্তে !
 বসন্ততিলকা মিতিতাং বদন্তি ।” বসন্ততিলকশব্দঃ স্ত্রীয়ামপিবর্ততে ইতি ॥ ৩৫ ।

অথ প্রতিচরণং পঞ্চদশাক্ষরায়ামতিশব্দার্থাং সূকবিপ্রিয়াং মালিনীমেকা-
 মেবাহ প্রথম মিত্যাदि । কান্তে ! (সঘো) হে প্রেয়সি !, স্ননেত্রে ! (সঘো)

হে চন্দ্রমুখি ! যে বৃত্তিতে আদ্য, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম,
 একাদশ, ত্রয়োদশ, ও চতুর্দশ অক্ষর গুরু হয়, অথচ যদি
 আট অক্ষরে ও ছয় অক্ষরে যতি হয় । হে কান্তে ! তবে
 তাহাকে কবিগণ বসন্ততিলক বলেন । ৩৫ ।

হে কান্তে ! অয়ি স্ননয়নে ! অয়ি রামে ! যে বৃত্তিতে

ধরণিধর-তুরঙ্গৈ, যক্ররামে ! বিরামঃ,
 স্নকবিজন-মনোজ্ঞা, মালিনী সা প্রসিদ্ধা ৩৬।
 স্নমুখি! লঘবঃ পঞ্চ প্রাচ্যাত্ততোহপি দশান্তিমঃ,
 তদনুললিতালাপে ! বর্ণো তৃতীয়-চতুর্থকৌ ।

হে স্ননয়নে !, রামে ! (সঙ্ঘো) হে রমণি !, অত্র সঙ্ঘোধনত্রয়ং পাদ পূরণাপর-
 প্রয়োজনক মিত্যানাত্রাপ্যুক্তম্ । তৃতীয়চরণেহপি কাস্তে ! ইত্যেব পাঠঃ সৰ্বত্র
 পুস্তকে দৃশ্যতে সতুপুনরুক্তি দোষাবহত্বাৎ, ভ্রান্তিবিজৃম্বিত ইতি কৃত্বা, রামে !
 ইতি পাঠান্তরং কল্পিতম্ । যত্র বৃত্তৌ, প্রথমং, ষট্কং, [ষষ্ঠাং সজ্যঃ ইতি (ষষ্-
 X ক সজ্যার্থে) ষট্কং] প্রথম-ষড়ক্ষরাণীত্যর্থঃ, অগুরু হ্রস্বং বিদ্যাতে, তিষ্ঠতি,
 তদনুচ, তৎপশ্চাচ্চ, চেৎ যদি, দশমং, (তথা) দ্বাদশান্ত্যং ত্রয়োদশম্, অক্ষরমিতি
 সৰ্বত্র যোজ্যম্, অগুরু বিদ্যাতে ইতি পূৰ্বেণৈবাবয়ঃ, যত্র, (অত্র সংযোজকশ্চ-
 কারঃ পূরণীয়ঃ তেন ন বাক্যভেদ-শঙ্কাপীতি) যন্তাঞ্চ ইত্যর্থঃ, ধরণিধরতুরঙ্গৈঃ
 অষ্টাভিঃ সপ্তভিঃশ্চাক্ষরৈঃ, বিরামঃ যতিঃ, (ভবতি) স্নকবিজনমনোজ্ঞা, মনস্বিনাং
 কবীনাং মনোহারিণী, সাতাদৃশী বৃত্তিঃ, মালিনী (মালাভিরিব স্নকচিত্রপাটৈ
 রচিতত্বাৎ) প্রসিদ্ধা, মালিনীতি বিখ্যাতত্বার্থঃ । লক্ষণং লক্ষ্যম্ ॥ ৩৬ ॥

অথ ভাষাসু বিরলপ্রচারাং ষোড়শাক্ষরপাদামষ্টং বৃত্তিঃ হীত্বা সপ্তদশাক্ষর-
 পাদায়ামত্যষ্টাং হরিণী মাহ স্নমুখি ! ইত্যাদি । স্নমুখি ! (সঙ্ঘো) হে শোভানা-
 ননে !, যত্র বৃত্তৌ, প্রাচ্য-প্রথমতঃ, পঞ্চ বর্ণাঃ লঘবঃ হ্রস্বাঃ (ভবন্তি) ততঃ

১ম ছয়অক্ষর অগুরু (হ্রস্ব) থাকে, আর তৎপর দশম ও
 ত্রয়োদশ অক্ষরও যদি (হ্রস্ব) হয়, আর যাহাতে অষ্টাক্ষর ও
 সপ্তাক্ষরে যতি হয়, স্নকবিমনোজ্ঞ সেই বৃত্তি, মালিনী বর্ণলয়া
 প্রসিদ্ধ । ৩৬ ।

হে স্নমুখি ! অগ্নি ললিতভাবে ! যাহাতে প্রথম ৫ পাঁচটি
 বর্ণলঘু হয় তৎপর একাদশ ও তদপেক্ষায় ৩য় ৪র্থ, অর্থাৎ

প্রভবতি পুনর্যত্রোপান্ত্যঃ স্ফুরৎকনকপ্রভে !,
যতিরপিরসৈবৈ দৈরশ্বেঃস্মৃতা হরিণীতি সা ॥ ৩৭।
যদি হ্রস্বঃ পূর্বস্তলিতকমলে ! পঞ্চ গুরব,
স্ততো বর্ণাঃ পঞ্চপ্রকৃতি-সুকুমারাজি ! লঘবঃ ।

তৎপশ্চাৎ, দশান্তিমঃ একাদশঃ, বর্ণঃ, (নঘুর্ভবতি) ললিতালাপে ! (সঘো)
ললিতঃ মনোরমঃ, আলাপো যন্তাঃ, তৎ সঘো, হে মনোহরবাণি !, তদনু ততঃ
পশ্চাদপি, তৃতীয়চতুর্থকৌ, বর্ণো, একাদশাদারভ্য গণনয়া তৃতীয় চতুর্থো,
ত্রয়োদশ-চতুর্দশো বর্ণো ইত্যর্থঃ । লঘুভবতঃ ইতি বিভক্তিবপরিণামেনান্বয়ঃ
পুনঃ (অব্যয়ম্) অপিচ ইত্যর্থঃ, উপান্ত্যঃ ষোড়শবর্ণঃ, লঘুর্ভবতি, স্ফুরৎকনক
প্রভে ! (সঘো) স্ফুরতঃ (দ্রুতশ্চ) দেদীপ্যমানশ্চ কনকশ্চ প্রভেব প্রভা
যন্তাঃ তৎসঘো, হে স্ফুরৎস্বর্ণকান্তে !, যত্রৈতি অত্রাপ্যন্বয়ঃ, রসৈঃ ষড়্ভি
রক্ষরৈঃ, বৈদৈঃ চতুর্ভিরক্ষরৈঃ, অশ্বেঃ সপ্তাভি রক্ষরৈশ্চ, যতিরপি পাঠ-
বিরামোহপি, প্রভবতি, প্রকৃষ্টরূপেণ, সম্পদ্যতে, সা বৃত্তিঃ, হরিণীতি, স্মৃতা,
কবিভির্হরিণী ইতি নাম্না স্বর্য্যতে, স্মৃতেত্যনেন পূর্বাচার্য্যপ্রসিদ্ধিঃ স্মৃতিত্বা ।
লক্ষণমেবোদাহরণে গণয়িতবাম্ ॥ ৩৭ ॥

অথ তত্রৈব শিখরিণীমাহ বদীত্যাदि । প্রকৃতি সুকুমারাজি ! (সঘো)
প্রকৃত্যা স্বভাবেন সুকুমারিণি কোমলানি অঙ্গানি অবয়বাঃ যন্তাঃ, তৎসঘো,
হে স্বভাবমৃদুঙ্গ !, স্তনুজঘনে ! (সঘো) তনুঃ শরিরঞ্চ জঘনে উরুচ (সমা-
হারদ্বন্দ্বঃ) তনুজঘনং, স্ত, শোভনং তনুজঘনং যন্তাঃ তৎসঘো, হে শোভন-তনু-

ত্রয়োদশ চতুর্দশ বর্ণ এবং উপান্ত্য অর্থাৎ ষোড়শবর্ণ, লঘু হয়
এবং হে স্ফুরৎস্বর্ণকান্তে ! যেখানে ৬ ছয় ৪ চারি ও ৭ সাত
অক্ষরে যতিও হয় সেই বৃত্তি হরিণী বলিয়া স্মৃত হয় । ৩৭ ।

হে স্বভাবকোমলাজি ! অরি মুখেকমলসমে ! হে স্তনু-
জঘনে ! হে ভোগসুভগে ! যে বৃত্তিতে ছয়অক্ষরে আর

এয়োহ্নোচোপান্ত্যাঃ স্মৃতনুজঘনে !

ভোগ-সুভগে !,

রসৈকদ্রৈর্যস্তাং ভবতি বিরতিঃ সা

শিখরিণী ॥৩৮॥

দ্বিতীয়মলিকুন্তলে ! গুরু, ষড়্‌ষ্ঠমদ্বাদশং,

চতুর্দশমথপ্রিয়ে ! গুরু, গভীরনাভিহুদে !

জঘনভাগে !, ভোগসুভোগে ! (সম্বোধ) ভোগে কামার্থমুপভোগে, সুভগা সৌম্যা, (৭মী তৎপুঃ) তৎসম্বোধ, হে সম্ভোগ-সৌম্যো !; তুলিত-কমলে ! (সম্বোধ) তুলিতং সদৃশং কৃতং (মুখেন) কমলং যয়া, তৎসম্বোধ, (মুখেন) সর-সিজ-সমে !; যস্তাং বৃত্তৌ, রসৈঃ রুদ্রৈঃ ষড়্‌ভিরেকাদশভিঃচ অক্ষরৈঃ বিরতিঃ পাঠবিচ্ছেদো, ভবতি, যদি (চ) পূর্বে বর্ণঃ, হ্রস্বঃ লঘুর্ভবতি, ততঃ তৎপশ্চাৎ পঞ্চবর্ণাঃ গুরবঃ দীর্ঘাঃ, ভবন্তি, ততোহপি পঞ্চবর্ণাঃ লঘবঃ হ্রস্বাঃ, অত্রে অপরে উপান্ত্যাঃ অন্ত্যাংবর্ণাং পূর্কভূতাঃ ত্রয়শ্চ বর্ণাঃ, লঘবোভবন্তীতি পূর্কৈগৈব যোজনা, (তদা) সা তাদৃশী বৃত্তিঃ, শিখরিণী, শিখরাণি শৃঙ্গাণি, [তাদৃগ্‌গুরুলঘুসন্নিবেশেন মধ্যে মধ্যে তুঙ্গবৎ প্রতিভাতত্বাৎ] বিদ্যাস্তে অস্ত্যাঃ ইতি (শিখর+ইন্+ঈঃ স্ত্রিয়াম্) ভবতীত্যর্থঃ । লক্ষণং লক্ষ্যম্ ॥ ৩৮ ॥

অথ তত্রৈব পৃথীমাহ দ্বিতীয়মিত্যাदि । অলিকুন্তলে ! (সম্বোধ) অলিঃ ভ্রমর, ইব কুন্তলঃ কেশঃ, যস্তাঃ, তৎসম্বোধ, কৃষ্ণত্ব সাধর্ম্যাচ্চুপমা ; হে ভ্রমর-কৃষ্ণকেশি !; প্রিয়ে ! (সম্বোধ) কান্তে !, গভীর-নাভিহুদে ! (সম্বোধ) গভীরং, নাভিরেব হৃদং যস্তাঃ, তৎসম্বোধনম্, কান্তে ! হে কামিনি !, সুভ্র !

একাদশ অক্ষরে যতি হয়, এবং যদি প্রথম বর্ণ হ্রস্ব, তৎপর পাঁচটি বর্ণ গুরু, তারপর পাঁচটি বর্ণ লঘু, ও অন্ত্য বর্ণের পূর্কৈ তিনটি বর্ণ লঘু হয়, তবে সেই বৃত্তি শিখরিণী ! ৩৮ ।

হে অলিকুন্তলে ! অয়ে প্রিয়ে ! অয়ি গভীরনাভিহুদে ! হে কান্তে ! হে বিলাসিনি ! হে সুভ্র ! যে বৃত্তিতে দ্বিতীয়,

সপঞ্চদশমন্তিমং তদনুযত্রকান্তে ! যতি,
বিলাসিনি ! গজগ্রহৈর্ভবতিমুক্ত ! পৃথ্বীতিসা ॥ ৩৯ ॥
চত্বারঃ প্রাক্ স্মৃতনু ! গুরবো দ্বৌদশৈকাদশৌচে,
মুক্তে ! বর্ণো, তদনুমদনোন্মাাদিনি ! দ্বাদশান্ত্যো ।

হে সুন্দর-ভ্রলতে ! ; সযোধন-বাহুল্যে প্রয়োজনং প্রাগ্‌বর্ণিতম্, । যত্র যন্তাং
বৃত্তৌ, দ্বিতীয়মক্ষরং, গুরু, (ভবতি), (তথা) ষড়ষ্টমদ্বাদশং, (ষট্চ অষ্টৌচ
দ্বন্দ্বঃ, ষড়ষ্টানাং পূরণং (ষড়ষ্টন্ + ম) ষড়ষ্টমং, দ্বন্দ্বাৎ পরতঃ প্রায়মাণত্বাৎ
প্রত্যয়ার্থস্তপ্রত্যেকমভিসম্বন্ধঃ, তেন ষষ্ঠমষ্টমক্ষেত্যর্থঃ, (ষড়ষ্টমঞ্চ, দ্বাদশঞ্চ
দ্বন্দ্বঃ) ষষ্ঠমষ্টমং দ্বাদশক্ষেত্যর্থঃ, অক্ষরমিতি বিশেষ্যাৎ বোধ্যং, গুরু ভবতীতি
পূর্বোক্তেনৈবান্বয়ঃ, অথ অনন্তরঞ্চ চতুর্দশম্, অক্ষরং গুরু দীর্ঘং, (ভবতি)
(তথা) তদনু তৎপশ্চাৎ, সপঞ্চদশমন্তিমং পঞ্চদশেন সহ অন্তিমমক্ষরঞ্চ, গুরু
দীর্ঘং ভবতীতি যোজ্যম্ । গজগ্রহৈঃ অষ্টভিনবভিষ্চ, যতিবিব্রামো (ভবতি)
সা তাদৃশী বৃত্তিঃ, পৃথ্বীতি ভবতী ত্যর্থঃ । লক্ষণমাত্রাপ্যদাহরণম্ ॥ ৩৯ ॥

অথ তত্রৈব মন্দাক্রান্তামাহ চত্বার ইত্যাদি । স্মৃতনু ! (সযো,) স্ম,
শোভনা, তনুঃশরীরং যন্তাঃ তৎসযো, হে শোভনাস্তি !, মুক্তে ! (সযো) হে
সুন্দরি ! মদনোন্মাাদিনি ! (সযো) মদনেন উন্মাদাভীতি (মদন-উৎ-মদ্ +
ণিন্) হে কামোন্মত্তে !, কান্তে !, তন্নি ! (সযো) হে কৃশাস্তি ! ; ভূয়োভূয়ঃ
সযোধন প্রয়োজনস্তুক্তমেব । চেৎ যদি, প্রাক্ (অব্যয়ম্) প্রথমতঃ, চত্বারঃ
চতুঃসংখ্যাকাঃ বর্ণাঃ, গুরবঃ দীর্ঘাঃ (ভবন্তি) (তথা) দশৈকাদশৌ দ্বৌ, চ,

ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, তৎপর চতুর্দশ, ও তৎপশ্চাৎ পঞ্চদশও
প্রতিপাদ্যের শেষ অক্ষর, গুরু হয়, অষ্টাক্ষর, এবং নবাক্ষরে
যতি হয়, সেই বৃত্তি পৃথ্বী, হয় ॥ ৩৯ ॥

হে সুন্দরাস্তি ! হে মুক্তে ! হে মদনোন্মাাদিনি ! হে কান্তে !
হে তন্নি ! যদি প্রথম ৪ অক্ষর গুরু হয় ও দশম একাদশ এই

তদ্বচ্চান্ত্যো যুগ-রস-হরৈর্যএ কান্তে ! বিরামো,
মন্দাক্রান্তাং প্রবর-কবরস্তস্মি !

তাং সঙ্গিরন্তে ॥ ৪০ ॥

আদ্যাশ্চেদগুরবস্ত্রয়ঃ প্রিয়তমে! ষষ্ঠস্তথাচাষ্টমঃ,
সন্ত্যেকাদশতস্ত্রয়স্তদনুচেদষ্টাদশাদ্যো পরম্ ।

গুরু ভবতঃ ইতি বিভক্তিবিপরিণামেনাস্বয়ঃ কার্য্যঃ, তদনু তৎপশ্যাৎ, দ্বাদশান্ত্যো
দ্বাদশাৎ পরো দ্বৌ বর্গৌ, গুরু ভবতঃ ইতি যোজ্যাম্ (তথা) অষ্টৌ শেষভূতৌ
দ্বৌ বর্গৌ, গুরুভবতঃ ইতি পূর্ববৎ, যোজ্যাম্, (এতাদৃগ্গুরুলঘুসম্মিশ্র-
বিশিষ্টায়াং) যত্র ষষ্ঠাং, বৃত্তৌ, যুগ-রস-হরৈঃ, চতুর্ভিঃ ষড়্ভিঃ সপ্তভিঃচাক্ষরৈঃ,
বিরামঃ যতিঃ (ভবতি) তাংতাদৃশীং বৃত্তিঃ, প্রবরকবরঃ কবিমুখাঃ, মন্দাক্রান্তাং
(কন্দ) সঙ্গিরন্তে (সম-গ্ + অন্তে,) কথয়ন্তি, । উক্তমেকপাদস্ত্রয় লক্ষণমেষ চতুর্ষু
পাদেষু যোজ্যামেবং সর্বত্রসমপাদচ্ছন্দসিসমস্তব্যম্ । লক্ষণমিদং মন্দাক্রান্ত্যৈব
রচিতম্ ॥ ৪০ ॥

অথ ব্যবহারে প্রায়শোহদৃষ্টচরিত্তাং অষ্টাদশাক্ষরপাদাং ধ্বতিং হীত্বা, উনবিং-
শত্যক্ষর পাদায়াম্ অতিধ্বতৌ শার্দূলবিক্রীড়িতনাহ আদ্যাশ্চেদিত্যাদি । প্রিয়-
তমে ! (সখ্যে) হে প্রেয়সি ! পূর্ণেন্দুবিদ্বাননে !, (সখ্যে) পূর্ণচক্রেমুখি !, যত্র
যস্মিন্ বৃত্তে, মার্ত্তটৌঃ ~~যস্মিন্~~ ভিঃ অক্ষরৈঃ মুনিভিঃচ সপ্তভিঃচ, অক্ষরৈঃ, যতিঃ
চ্ছেদঃ, (ভবতি) (তত্র) চেৎ যদি, আদ্যাস্ত্রয়ঃ প্রথমস্ত্রয়োবর্গাঃ, গুরবঃ দীর্ঘাঃ,

দুই বর্গ এবং ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, উপান্ত্য, ও অন্ত্য, অক্ষর
গুরু হয়, আর চারি ছয় ও সাত অক্ষরে যতি হয়, কবিশ্রেষ্ঠ-
গণ তাহাকে মন্দাক্রান্তা বলেন ॥ ৪০ ॥

হে প্রিয়তমে ! হে পূর্ণেন্দুবিদ্বাননে ! যদি প্রথম তিনটি
বর্গ গুরু হয়, এবং ষষ্ঠ ও অষ্টম, অথচ একাদশ হইতে তিনটি

মার্ত্তৈগুম্ নিভিশচযত্র, বিরতিঃ পূর্ণেন্দুবিষ্মাননে !

তদ্বৃত্তং প্রবদন্তি কাব্যরসিকাঃ শার্দূল-

বিক্রীড়িতম্ ॥ ৪১ ॥

চত্বারো যত্রবর্ণাঃ প্রথমমলযবঃ, ষষ্ঠকঃ

সপ্তমোপি,

দ্বৌতদ্বং ষোড়শাদ্যৌ, মৃগমদতিলকে !,

ষোড়শান্ত্যৌ তথান্ত্যৌ ।

(ভবন্তি) ষষ্ঠঃ, অষ্টমশ্চ, (বর্ণঃ) তথা গুরুভবতীতি বিভক্তিবিপরিণামেনার্থো বোদ্ধব্যঃ, একাদশতঃ একাদশাক্ষরাৎ পরতঃ, ত্রয়োবর্ণাঃ, গুরুবঃ ইত্যনুযজঃ, সস্তিভবন্তি, তদনু তৎপশ্চাৎ, অষ্টাদশাদ্যৌ, অষ্টাদশাৎ পূর্ব্বৌ, ষোড়শ-সপ্ত-দশৌ, বর্ণৌ ইত্যর্থঃ, গুরু ভবতঃ ইতি বিভক্তিবিপরিণামাদন্বয়ঃ (তথা) চেৎ যদিচ, পরং শেষাক্ষরং (চইতি গম্যতে) গুরু ভবতি তদা তদ্বৃত্তং তাদৃশং বৃত্তং, কাব্যরসিকাঃ কাব্যরসে নিপুণাঃ কবয়ঃ, শার্দূল-বিক্রীড়িতং (কন্ম) শার্দূলবৎ বিক্রীড়িত, মত্রেতি, (তাদৃগ্গুরুলঘুসন্নিবেশেনোচ্চারণ-ভঙ্গ্যে-তিভাবঃ) প্রবদন্তি কথয়ন্তি, (কবয় ইতি কর্তৃপদং বোধ্যম্) লক্ষণমেবো দাহরণম্ ॥ ৪১ ॥

অথ ব্যবহারে বিরলপ্রচারাং বিংশত্যক্ষরপাদাং কৃতিং হীত্বা, একবিংশত্যা-ক্ষরপাদায়াং প্রকৃতৌ মুখভূতাং তাবৎ শব্দরামাং চত্বার ইত্যাদি মৃগমদতিলকে ।

তৎপন্ন অষ্টাদশের আদি দুইটি (১৬শ ১৭শ) ও শেষ বর্ণ (১৯শ) ও যদি গুরু হয়, আর দ্বাদশ (১২) ও সপ্ত (৭) অক্ষরে যতি হয়, তবে সেই বৃত্তকে কাব্যরসিকগণ শার্দূল-বিক্রীড়িত বলেন ॥ ৪১ ॥

হে মৃগমদতিলকে ! হে রস্তান্তস্তোরু ! হে কান্তে !

রস্তান্তস্তোক ! কান্তে !, মুনি-মুনি-মুনিভি,
 দৃশ্যতে চেদ্বিরামো,
 বালে ! বন্দ্যঃ কবন্দ্রৈঃ, স্মদতি !

নিগদিতা, অন্ধরা সা প্রসিদ্ধা ॥৪২॥

ইতি মহাকবি-কালিদাস-কৃতঃ

শ্রুতবোধঃ সমাপ্তঃ ।

(সম্বোধ) মৃগস্ত মদঃ মন্ততা, যস্মাৎ, মৃগমদঃ মৃগনাভিঃ, তেন কৃতং তিলকং যস্মাৎ, তৎসম্বোধে, রস্তান্তস্তোক ! (সম্বোধে) রস্তান্তস্তৌ ইব উক্ল যস্মাৎ তৎসম্বোধে ; কান্তে ! বালে ! (ইৎং সম্বোধনতাৎপর্যং বর্ণিতমেব) স্মদতি !, এষাং সম্বোধনপদানাং ব্যাখ্যাপ্রাক্কৃতৈব । যত্র বৃত্তৌ, চত্বারো বর্ণাঃ চত্বারি অক্ষরাণি, অলঘবঃ গুরুবঃ, প্রথমং (ক্রিয়াবিশেষণম্) ভবন্তি (তথা) ষষ্ঠকঃ সপ্তমোহপি ষষ্ঠঃ সপ্তমশ্চ বর্ণঃ, গুরুভবতীতি যোজ্যম্, (তথা) ষোড়শাদ্যৌ চতুর্দশ পঞ্চদশৌ দ্বৌ বর্ণৌ, ষোড়শান্ত্যৌ সপ্তদশাষ্টাদশৌ, দ্বৌ বর্ণৌ, (তথা) অন্ত্যৌ শেষভূতৌ বিংশত্যেকবিংশতীত্যমৌ দ্বৌ বর্ণৌ ; গুরু ভবতঃ ইতি বিভক্তিবিপরিণামেন সর্বত্র দ্বিবিচিনাস্তে হ্রস্বয়ঃ । চেৎ যদি, মুনি-মুনি-মুনিভিঃ সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ সপ্তভিঃচ অক্ষরৈঃ সপ্তাক্ষরাখণ্ডাক্ষর-ত্রিভিঃ খণ্ডৈরিত্যর্থঃ, বিরামঃ যতিঃ, দৃশ্যতে লক্ষ্যতে, তদা, বন্দ্যঃ পূজ্যঃ কবীন্দ্রৈঃ কবিমুখৈঃ, সা তাদৃশী বৃত্তিঃ, অন্ধরা, (অজং মালামিব বর্ণাবলীং ধরতীতি অজ্-ধ্ব×অচ্) নিগদিতা কথিতা সা প্রসিদ্ধা, শ্রুতিসুখাবহত্বেন ব্যবহারে বহুলপ্রাচারাং বিখ্যাতা ইত্যর্থঃ । ইতোহধিকাক্ষর-পাদচ্ছন্দসাস্ত ব্যবহারেন্নতিপ্রচরিস্কৃত্যৎ এতাবজ্জানেনৈব

হে স্মদতি ? যে বৃত্তিতে প্রথম ৪চারিটি বর্ণ গুরু হয় এবং ষষ্ঠ, সপ্তম, ও ষোড়শাক্ষরের আদি দুইটি ও অন্ত্য দুইটি অর্থাৎ ১৪শ, ১৫শ ও ১৭শ, ১৮শ, আর শেষ দুইটি, অর্থাৎ,

অবশ্যজ্ঞেয়চ্ছন্দঃ-প্রয়োজন সম্পত্তিসম্ভবাৎ , এতাবদুতৈ ব, সজ্জিগুসারসংগ্রহং
 গ্রহ্মমিং সমাপয়ন্, “মঙ্গলাদীনি মঙ্গলমধ্যানি মঙ্গলান্তানিচ শাস্ত্রাণি প্রথন্তে,
 বীরপুরুষাণ্যায়ুশ্চ পুরুষাণিচ ভবন্তি, অধ্যোতারশ্চ প্রবক্তারোভবন্তীতি”
 ভাষ্যকৃত্তে: শেষে মঙ্গলম্ভাচরন্ কালিদাস: প্রসিদ্ধেতি মঙ্গলস্চকং পদং
 প্রযুক্তবান্ ইতিসারঃ । লক্ষণমেবোদাহরণম্ ॥ ৪২ ॥ অথবা—

বালাঃ শিক্ষার্থিনোহস্মিন্নতুল স্মৃথস্মৃথেনাজসা সং বিশস্ত
 চিত্তে চেথং বিমর্শাং সমরচি, পদবী সোঃ পরে রঞ্জিনীতি ।
 হৃষ্টাচেৎকাপি চৈষা ধরণিস্বরূপাঃ ! শোধ্যতাঞ্চানুগৃহ্য,
 ভূয়ঃ প্রার্থ্যং মনোদং শিরসি বিরচিত স্বজলিবৌ ময়ায়ম্ ॥

অষ্টাদশশতাদুর্দ্ধং চতুর্দশশকাঙ্কে ।

শ্রীগুরুচরণাখ্যেয় রচিতেন্নং সুরজিনী ॥

ইতি শ্রীগুরুচরণ বিদ্যারত্ন কৃতা সুরজিনী-সংজ্ঞিতা

শ্রুতবোধ-টীকা সমাপ্তা ।

২০শ ও ২১শ বর্গ, ও যদি গুরু হয়, এবং প্রতি, সাত ৭
 অক্ষরে যদি যতি হয়, তবে পূজনীয় কবিগণ কর্তৃক, তাহা
 অঙ্করা, কথিত ও প্রসিদ্ধ । লক্ষণই উদাহরণ ॥ ৪২ ॥

সম্পূর্ণম্ ।

গদ্যবোধঃ ।

গদ্যমপি তথা বাক্যং সুন্দরং লক্ষণাশ্রিতম্ ।
অতঃ শাস্ত্রং সমালোচ্য, তল্লক্ষণং প্রকাশ্যতে ॥

“অপাদং পদ-সন্তানং গদ্যং
তত্ত্ব ত্রিধামতম্ ।
বৃত্তকোংকলিকা-প্রায়-বৃত্তগন্ধি-
প্রভেদতঃ ॥ ১ ॥

নাস্তি পাদঃ যস্মিন্ তৎ ‘অপাদম্’ মাত্রাক্ষর-প্রতিনিয়তত্ব-রূপঃ পরিচ্ছেদঃ
পাদঃ, তথাবিধ-পাদবন্ধন-রহিতমিত্যর্থঃ । পদানাং সন্তানঃ শ্রেণীবদ্ধঃ যত্র
তৎপদ সন্তানং—পদশ্রেণিক মিত্যর্থঃ ‘গদ্যং’ ভবতীতি শেষঃ । তথাচ পাদ-
বন্ধ-নিয়ম-রহিত-পদ-সন্দোহো গদ্যমিতি গদ্য-সামান্য-লক্ষণং মন্তব্যম্ । বিশেষ
মুদ্दिशति तद्विधि वृत्तके-
লিকা-প্রায়-বৃত্তগন্ধি-প্রভেদাৎ ‘তত্ত্ব’ গদ্যং পুন-
রিত্যর্থঃ, ‘ত্রিধা’ ত্রিবিধং ‘মতম্’ সম্মতমিত্যর্থঃ ।

বান্ধলা অর্থ ।

পদ্যের ন্যায় লক্ষণাশ্রিত গদ্যবাক্যও সুন্দর হয় অতএষ
শাস্ত্র সমালোচনা করিয়া তাহার লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে ।

পাদ-বন্ধনরহিত-পদ-শ্রেণি গদ্য, তাহাও আবার বৃত্তক
উৎকলিকা-প্রায় ও বৃত্তগন্ধি ভেদে তিন প্রকার সম্মত । ১

বিশেষঃ লক্ষয়তি—

(১)

“অকঠোরাক্ষরং স্বপ্প-সমাসং বৃত্তকং মতম্ ।
তত্তুবৈদৰ্ভরীতিস্থং গদ্যং হৃদ্যতরং ভবেৎ ॥

(১)

“অকঠোরাক্ষরং” (নবিন্যস্তে কঠোরাগি, কর্কশানি অক্ষরাণি যত্র তৎ তাদৃ-
শম্) কঠোরাক্ষর-শব্দশ্রুত শ্লেষ প্রসাদ-প্রভৃতি-গুণ-ব্যাঘাতক-বন্ধোদ্ধত্যাপাদক-
বিকট-মহাপ্রাণ-কঠোচ্চাৰ্য্যযুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণ রূপোহর্গোহভিপ্রেতঃ । বিকটবর্ণাশ্চ দীর্ঘ
স্বর—ট ঠ ড ঢ শ ষ স হাঃ, আলঙ্কারিকৈ রুভাঃ । বর্ণ-দ্বিতীয়-বর্ণাদয়শ্চ
মহাপ্রাণাঃ প্রসিদ্ধাঃ তাদৃশাক্ষরবন্ধন-রহিতম্, মুহু-মধুর-বর্ণ-ঘটিতবন্ধম, অনুদ্ধত-
বন্ধমিতি বাবৎ । অকঠোরেত্যত্র নঞ-ঈষদর্থো অহুদরা কথ্যেত্যাদিবৎ তেন ঈষৎ
কঠোরাক্ষরমিত্যেবমর্থো লভ্যতে, তথাচ কুচিদন্তরাস্তরা কাব্যানপকর্ষকরূপেণ
কঠোরাক্ষরাণা মল্লশঃ প্রয়োগে, ন শ্লেষাদিগুণ-ব্যাহতির্নবা বৃত্তকত্বং বিরূপাতে,
তথাহি ‘অল্প প্রাণাক্ষর ঘটতস্যাপি প্রবন্ধ-শ্রাস্তরাস্তরা মহাপ্রাণাক্ষর-বিচ্ছাসেন
কিঞ্চিদ-গাঢ়ত্বং শ্লেষঃ’ ইতি শ্লেষ-লক্ষণম্, তথাচোক্তং ক্রমদীপ্তরেণ :—

“অল্প প্রাণেষু বর্ণেষু বিন্যাসোহপ্যন্তরাস্তরা ।

মহাপ্রাণস্ত চ শ্লেষো যথায়ঃ ভ্রমরধ্বনিঃ” ॥ ইতি

বিশেষ লক্ষণ করিতেছেন—

অকঠোরাক্ষর, অর্থাৎ দীর্ঘস্বর, ট ঠ ড ঢ শ ষ হ, এই
সমস্ত বিকট বর্ণ, মহাপ্রাণ এবং কঠোচ্চাৰ্য্য-যুক্ত-ব্যঞ্জন-বর্ণ
বিরহিত (এই স্থানে নঞ-ঈষদর্থ বোধক অতএব শ্লেষাদি গুণ
ব্যাঘাতক ও বন্ধোদ্ধাত্য সম্পাদক যাহাতে না হয় এইরূপভাবে
ঐ সব বিকট বর্ণাদির অল্প অল্প প্রয়োগ সত্ত্বেও দোষ হয় না

যথা—

(ক)

“সহি ত্রয়াণামেব জগতাং গতিঃ পরম-
পুরুষঃ পুরুষোত্তমো দৃষ্ট দানব ভরেণ ভঙ্গু-
রাজ্ঞী যবনি যবলোক্য ককণাঈহদম্যা ভার
যবতারয়িতুং রামকৃষ্ণরূপেণাংশতোষদু-
বংশেহবততার । যন্ত প্রসঙ্গেনাপি স্মৃতোবা
গৃহীত-নামা পুংসাং সংসারদুঃখমুপশময়তি” ।

“স্বল্প-সমাসম্” অত্যল্প-সমাসঘটিতমিত্যর্থঃ । এতচ্চ অসমাসোপলক্ষণং
বোধ্যং তেন সমাসসহিতত্বেন আবিদ্ধং মুক্তকং বা যদগদ্যস্যভেদান্তর মন্যৈককৃতং
তস্যাপি এতন্মতে অত্রৈব অন্তর্ভাবান্ন কাচিৎ ক্ষতিরिति । তথাচ প্রাঞ্চঃ “চূর্ণ-
কোংকলিকা-প্রায়ে, আবিদ্ধং বৃত্তগন্ধি চ” । আবিদ্ধমিত্যত্র মুক্তকমিতি পঠতি
দর্পণকৃতং । ‘বৃত্তকং’ বৃত্তকনামকমিত্যর্থঃ ; ইদমেব চূর্ণক-মিতি কেচিদ্ধদন্তি
তথাচোক্তম্ “চূর্ণকমল্লসমাসং দীর্ঘ-সমাস-যুক্ত-মুংকলিকা-প্রায়ম্ । সমাস-
সহিতমাবিদ্ধং বৃত্তভাগাঘ্নিতং বৃত্তগন্ধি” ইতি । ‘মতম্’ সহৃদয়াভিমতমিত্যর্থঃ ।
তচ্চ গুণবদ্বেন প্রশংসতি তদ্বিত্তি, “ততুগদং প্রোক্ত-লক্ষণং বৃত্তকাখ্যং

বিধায় নগণ্যই হয়) অতিশয় অল্প সমাস ঘটিত অথবা সমাস
হীন যে গদ্য তাহাই বৃত্তক বলিয়া সম্মত । গ্রন্থান্তরে ইহার নামা-
ন্তর ‘চূর্ণক’ । এবং ‘আবিদ্ধ’ বা মুক্তকনামে যে অন্তেরা গদ্যের
ভেদান্তর বলিয়াছেন, এইমতে তাহাও ‘বৃত্তক মধ্যেই গণিত ।
বৈদর্ভরীতিস্থ সেই বৃত্তক গদ্য অতি মনোহর হয় । পদবিন্যাস
প্রণালীর নাম রীতি । প্রাচীনেরা ছয় প্রকার রীতি বলিয়াছেন

(খ)

“অথ কদাচিদবসন্নায়ং, রাত্রাবস্তাচল
চূড়াবলম্বিনি ভগবতি কুমুদিনী-নায়কে চন্দ্র-
মসি লঘুপতনক-নামা বায়সঃ প্রবুদ্ধঃ ।

ইত্যাদি ।

রচনা-পদ্ধতিরিত্তি বাবং, সাচ ষড়্‌বিধা, প্রাচীনৈর্ভোজ-রাজাদৈরুক্তা,
যথা—

“বৈদৰ্ভীচাথ পাঞ্চালী, গোড়ীয়াবস্তিকা তথা ।

লাটীয়া মাগধী চেতি ষোড়ারীতির্নিগদ্যতে ॥” তত্রচ—

“অসমস্তক-সমস্তা যুক্তা দশভিঃ গৈশ্চ বৈদৰ্ভী ।

বর্গদ্বিতীয়-হলা, স্বল্পপ্রাণাক্ষরা চ স্ত্রবিধেয়া ॥” ইতি—

রুদ্রটোক্ত লক্ষণায়াং রীতৌ স্থিতমিত্যর্থঃ, এতেনাস্ত্র—গদ্যস্ত শ্লেষাদিগুণযুক্তত্বং
প্রতিপাদিতম্, “ইতি—বৈদৰ্ভমার্গস্ত প্রাণাঃ দৃশ্যগুণাঃ স্মৃতাঃ” ইতি দণ্ডাক্রান্তে
বৈদৰ্ভরীতে গুণ-প্রাণত্ববোধনাং, “শ্লেষাদি-গুণবতী পদরচনা বৈদৰ্ভী” ইতি
লক্ষণাচ্চ । অতএব ইথাং গদ্যং ‘হৃদ্যতরম্’ সহৃদয়-হৃদয়হারি ‘ভবেৎ’ আদিত্যর্থঃ ।
অনুবোধরীতিস্থত্ব এতন্নাতি মনোরমমিত্যর্থায়াতম্ । স্বল্প-প্রাণ-কোমলাক্ষরব-হলাং
স্বল্প-সমাস মসমাসং বা বদগদ্যং তদ্বৃ্তকাথ্যং ভবতি, তচ্চ বৈদৰ্ভরীতিস্থং
কোমল-বন্ধং গুণবদ্ধেনাতি-মনোরম মনোরীতিস্থং তথেষতি তত্ত্বম্ ॥

(খ) চিহ্নিত মুদাহরণং মৃদুদৃঢ়বন্ধ-বাটিত্বাং পাঞ্চাল-রীতিস্থং

“বৈদৰ্ভী-গোড়োরান্তরাল-বর্জিনী পাঞ্চালীতি” লক্ষণাং ।

(ক) চিহ্নিত মুদাহরণঞ্চ বৈদৰ্ভরীতিস্থং তল্লক্ষণ-যোগাৎ ।

যথা বৈদৰ্ভী, পাঞ্চালী, গোড়ী আবস্তিকা, লাটীয়া ও
মাগধী । ঐ ছয় রীতির মধ্যে স্বল্প-প্রাণাক্ষর বর্গ-দ্বিতীয়-বর্গ
বহল, অসমস্ত অথবা অল্প-সমাসযুক্ত শ্লেষ-প্রসাদাদি যে কোন

ভবেদ্বংকলিকাপ্রায়ঃ সমাসাঢ্যং দৃঢ়াক্ষরম্ ।

যথা—

প্রতিপাত-প্রবণ-সপ্রধানাশেষ সুরা-সুরাদি-
বৃন্দ--সৌন্দর্য্য-প্রকট-কিরীট-কোটি--নিবিষ্ট-
স্পষ্ট-মণিময়-রাগচ্ছটা-চ্ছুরিত--চরণ-নখ--চক্র
বিক্রমোদাম-বাম-পদাঙ্গুষ্ঠ--নখ-শিখর--খণ্ডিত
ব্রহ্মাণ্ড--বিবর--নিঃসর-চ্ছরদমুত--কর-প্রকর-

(২)

“সমাসাঢ্যং সমাস-বহুত্বং দীর্ঘ সমাস-যুক্ত মিতি চ বোধ্যঃ

‘দৃঢ়াক্ষরম্’ কঠোরাক্ষরম্ বিকট-বন্ধ মিতি যাবৎ, ইথং গদ্যং উৎকলিকাপ্রায়ঃ
উৎকলিকাপ্রায়ার্থ্যঃ ‘ভবেৎ’ শ্রাদিত্যর্থঃ । এতচ্চ প্রায়েণ গোড়রীতিস্থং
ভবতি দৃঢ়বন্ধ-ঘটিতত্বাৎ, তথাচ লক্ষণং পুরুষোত্তমশ্চ “বহুতর-সমাসযুক্তা, সূমহা
প্রাণাক্ষরাচ গোড়ীয়া । রীতিরনুপ্রাণ-মহিম-পরতত্ত্বাহস্তোভ-বাক্যাচ” ইতি ।

কঠোর-বন্ধত্বেন হর্বোধত্বাৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তে ।

প্রতিপাতেত্যাদি, পিষ্টপ-ত্রিতয় ! ইত্যন্তং দীর্ঘ-সমাস ঘটিত-ভগবৎ-স্বতি
প্রতিপাদকমেকং সম্বোধন-পদম্, অশ্রায়নর্থঃ, নমস্কারসত্ত্ব-প্রাণাপ্রধান-দেবা-
সুরাদি-সমূহানাং সৌন্দর্য্য-প্ৰকটাকাঃ যে কিরীটাঃ, তেবাং কোটি-নিবিষ্টাঃ স্পষ্টাঃ
যে মণয়ঃ,—‘তদ্ব্যাপকা যা রাগচ্ছটা, অর্থাৎ চরণশ্চ লোহিত-প্রভা, তয়া চ্ছুরিতঃ,

গুণযুক্ত যে রচনা পদ্ধতি, তাহাই ‘বৈদর্ভী’ রীতি । অর্থাৎ
গুণযুক্ত কোমলবন্ধ, সুখোচ্চার্য্য অল্পপ্রাণ-বর্ণ-বহুল, গদ্যই
বৈদর্ভ রীতিস্থ ব্রতক গদ্য এইরূপ গদ্যই অতি মনোহর হয় ।
দীর্ঘসমাস ও বহুসমাসযুক্ত, দৃঢ়াক্ষরবন্ধ (বিকটবন্ধ) গদ্য
‘উৎকলিকাপ্রায়’-নামক গদ্য হয় ।

ভাসুর-সুরবাহিনী-প্রবাহ-পবিত্রীকৃত-পিষ্টপ-
ত্রিতয় ! কৈটভারে ! ক্রুরতর-সংসার-মাগর
নানা-প্রকারাবর্ত-বিবর্তমান-বিগ্রহং যাম্ অনু-
গৃহাণ ইত্যাদি ।

বৃত্তৈকদেশ-সম্বন্ধাৱৃত্ত-গন্ধি পুনঃ স্মৃতম্ ॥

যথা—

জয় জয় জয় জনার্দন ! স্মৃতি-মনস্তাণ
বিকস্বর-চরণ-পদ্ব ! পদ্ব-পত্র-নয়ন-পদ্মিনী-

উজ্জলতরী রঞ্জিতঃ ইত্যর্থঃ, যঃ পদনথ-সমূহঃ, তেন স্মৃতিঃ উৎকটঃ
বিক্রমো যস্ত তাদৃশস্ত বান-পদস্ত যদুস্তুষ্টং তস্ত নথ-পিথরং নথাগ্রভাগঃ,
তেন খণ্ডিতস্ত বিদারিতস্ত ব্রহ্মাণ্ডস্ত ‘বিবরাৎ’ ছিদ্র-পথাৎ নিঃসরন্তী বা
শরচ্ছন্দ-কর-ধবলা, ‘সুরবাহিনী’ সুরধুনী, তস্তাঃশ্রোতোভিঃ পবিত্রীকৃতং
‘পিষ্টপ ত্রিতয়ং লোকত্রয়ং যেন, হে তাদৃশ ! ইত্যর্থঃ, কৈটভারে । হেবিষ্ণো !
অতিক্রুর-সংসার-সমুদ্রস্ত নানা ভগিষু বিবর্তমান-দেহং নানা-দেহবর্তার মিতি
যাবৎ, ‘নানানুগৃহাণ’, অনুগ্রহেণ নিস্তারয়, ইত্যর্থঃ ।

(৩)

বৃত্তৈকদেশেত্যাদি-বৃত্তস্ত নিষ্পন্নস্ত পূর্ব্বাটীত-ভাগস্তি ‘একদেশেন’ শেষাৎ-
শেন ইত্যর্থঃ অর্থাৎ বর্ত্তিষ্যমাণাংশস্ত ‘সম্বন্ধাৎ’ সম্পর্কাৎ, আরভ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ,
বৃত্তগন্ধি (বৃত্তস্ত গন্ধোহস্ত্যাস্তীতি) বুৎপত্ত্যা, বৃত্তগন্ধি নামকং, পুনঃশব্দঃ
পূর্ব্বোক্তাভ্যাং ভিন্নত্ব বোধনে, ‘স্মৃতম্’ প্রাচীনৈ রামাতনিত্যর্থঃ, এতেনাত্মাঃ
সংজ্ঞায়াঃ প্রামাণিকত্বং স্মৃতিম্ ॥ ইদমুদাহরতি জয়ে-র্গাদি

যে গদ্যে বৃত্ত অর্থাৎ নিষ্পন্ন ভাগের একদেশ অর্থাৎ শেষ
পদ বা পদাংশ লইয়া ভাগান্তর আরম্ভ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বভাগের

বিনোদ-রাজহংস-ভাস্বর-যশঃ-পূর--পরি-
 পূরিত-ভুবন-কুহর-হর--কমলাসনাদি-বন্দারক
 বন্দ-বন্দিত-পদারবিন্দবন্দ ! বন্দনির্মুক্ত-
 যোগীন্দ্র-হৃদয়-মন্দিরামোদিত-নিরঞ্জন-জ্যোতিঃ
 স্বরূপ ! নীরদ-রূপ ! বিরূপ ! অনাথ-নাথ !
 জগন্নাথ ! মামনবধি-দুঃখ-ব্যাকুলং রক্ষ, রক্ষ,
 রক্ষ, ॥ ইত্যাদি । ইতি গদ্যবোধঃ ॥

অত্র চরণপদোত্যন্তঃ একাংশোবৃত্তঃ, অশ্রুচ শেষাংশেন পদ্য শব্দেনৈব পুনঃ
 পদ্যপত্রেত্যাदि কুহরাস্তং ভাগান্তরমারব্ধং, পুন রেতস্তাপি শেষ-ভূতেন হরেতি
 ভাগেন হরকমলেত্যাदि-বন্দেত্যন্তো ভাগঃ উপক্রান্তঃ, পুনরস্তাপি শেষাংশেন
 বন্দেত্যনেন বন্দ-নির্মুক্তেত্যাदि-ভাগঃ সমারব্ধঃ । অত্রবাক্য ভাগ-বিভাগশ্চ
 যতি-নিয়মানুভবসিদ্ধঃ । ইথংবৃত্তভাগ-সম্পর্কাদিদং বৃত্তগন্ধি গদ্যমিতি দিক্ ॥

শেষাংশের শব্দ বা শব্দাংশ দ্বারা পর পর ভাগ রচিত হইলে
 বৃত্তৈক দেশ সম্বন্ধ হেতু তাহাকে বৃত্তগন্ধি বলা যায় । উল্লি-
 খিত উদাহরণে চরণপদ ইত্যন্ত একটা অংশ নিষ্পন্ন হইয়াছে,
 পুনরায় পদ্য-পত্রেত্যাदि-ভাগ পদ্য-শব্দ দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে ।
 আর এই ভাগের শেষ কুহর-শব্দাংশ 'হর' এইটী দ্বারা হর
 কমলাসন ইত্যাদি ভাগ আরব্ধ হইয়াছে, পুনরপি এই ভাগের
 অন্ত বন্দ-শব্দ দ্বারা বন্দ-নির্মুক্তেত্যাदि ভাগ আরব্ধ হইয়াছে,
 এইরূপ বৃত্তভাগ-সম্পর্কধীন পর পর ভাগ উত্থাপিত হইল
 বলিয়াই বৃত্তগন্ধি গদ্য হইল ।

বাক্যং যোগ্যতাকাঙ্ক্ষা সতিযুক্তঃ
পদোচ্চয়ঃ ।

বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যং সাকাঙ্ক্ষস্ত
পরস্পরম্ ॥

অত্রযোগ্যতাতু পদার্থয়োঃ পদার্থানাং বা
পরস্পরান্বয়-ক্ষমতা, পরস্পরান্বয়ে বাধাভাব-
রূপা সামগ্রী ইতি যাবৎ ।

আকাঙ্ক্ষা চ তাৎপর্যা-গ্রহায় বাক্যার্থ-বোধ-সমাপ্তিঃ যাবৎ পরস্পরান্বয়-
পদানামুত্তরোত্তর-ক্রমেণ পদাং পদান্তর-শ্রবণেচ্ছারূপা । সা চ স্ববিষয়-বিষয়তা-
সম্বন্ধেন পদবাক্যয়ো বর্তমানা ভবতি ।

আসত্তিস্ত পরস্পরান্বয়-পদয়ো স্তাদৃশ-পদানাং বা সন্নিধানং, নিকটোচ্চাৰ্য্য-
মাণতা, অব্যবধানোপস্থিতি রিতি যাবৎ । তথাচ যোগ্যসাকাঙ্ক্ষ-প্রত্যাসন্নঃ
পদনিবহো বাক্য মিত্যর্থঃ, এবং যোগ্যতাদি-শব্দবোধ-সামগ্রী-সম্পন্নঃ কারকা-
দ্বিত-ক্রিয়াবোধক-পদ-ব্যূহো বাক্যমিতি ফলিতম্ তথা চামরঃ—

“তিঙ্-স্ববস্ত চয়ো বাক্যং ক্রিয়া বা কারকান্নিতা” ইতি ।

“সাকাঙ্ক্ষঃ পদসমূহো বাক্য”মিতি

ত্রীপত্যুক্ত লক্ষণমপি এতাদৃশার্থাভিপ্রায়ক মেতি নাসমঞ্জসম্ ।

ইথঞ্চ

ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরাস্তকারী,

ভাল্লুঃ শশী, ভূমিস্থতো, বৃশ্চ ।

যোগ্যতা, অন্বয়ে বাধাভাব । আকাঙ্ক্ষা, এক পদের পর
অন্য পদের শ্রবণেচ্ছা । অব্যবধানে পদ-পদার্থোপস্থিতি,
আসত্তি । উক্তরূপ যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষাও আসত্তিযুক্ত পদ

ন ভবত্যেকং বাক্যমাকাঙ্ক্ষা-বিচ্ছেদাৎ
কিন্তু দ্বিধা কাঙ্ক্ষা-যুক্ত-বাক্যদ্বয়মেব ।

গুরুশ্চ শুক্লঃ শনি-রাহু কেতু,

কুর্কস্তু সর্বৈ মম সুপ্রভাতম্ ॥

ইত্যাদিকং পদ্যবাক্যং ।

“শঙ্করো নামবতু” এবমাদি গদ্য বাক্যঞ্চ বোদ্ধব্যম্ ।

“বহুনা সিঞ্চ তীত্যাदि ন বাক্যং, যোগ্যতা-বিবাহাৎ

কিন্তু অপ-বাক্যমেব ।

শিব মর্চয়তি, সূখং সুপ্তম্, ইতি ।

সমাপিকা ক্রিয়ায়ামেব আকাঙ্ক্ষা বিচ্ছেদো ভবতি তেন পদ্যেইপি যত্র ন
সমাপিকা ক্রিয়া তিষ্ঠতি, তত্র বাক্য সমাপ্তির্ন ভবতি, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয়াদিশ্চ যত্র
পদ্যে সমাপিকা ক্রিয়া বর্ততে তত্রৈব আকাঙ্ক্ষা বিয়ামেন বাক্য সমাপ্তি ভবতি ।

অতএব এক-দ্বি-প্রভৃতি-পদ্যেষু বাক্য-সমাপ্ত্যা ক্রমেণ মুক্তক-যুগ্মকাদি-
সংজ্ঞা-ভেদোইপি বাক্যস্ত যুক্তিযুক্ত এব তথ্যচৌক্তম্ ।

“একেন মুক্তকং বাক্যং দ্বাভ্যাং প্রোক্তন্ত যুগ্মকম্ ।

বিশেষকং ত্রিভিঃ শ্লোকে শতভিঃ কলাপকম্ । তদূহং কুলকং প্রোক্তং
শব্দতত্ত্ব বিচক্ষণৈঃ ॥”

ইতি কচিচ্চ সমাপিকা-ক্রিয়ার্থ-নির্দাহকাব্য-প্রয়োগেইপি বাক্য-সমাপ্তি-
নির্দাহঃ, তথ্যচ কুমারে

“ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নেত এবাহতি ক্ষয়ম্ ।

বিষবৃক্ষোইপ সংবর্দ্ধা স্বয়ং ছেতু মসাপ্রতম্” ॥

সমূহ, অর্থাৎ কারকান্বিত ক্রিয়া-প্রতিপাদক-পদ-সমূহ, বাক্য
নামে নির্দিষ্ট হয় যথা—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কুজশশী
দিবাকর, বুধ শুক্র গুরু মহাশয় ।

ইত্যত্র অসাম্প্রতন্ ইত্যব্যয় প্রয়োগে এরূপ বাক্য-সমাপ্তি-নির্কাহঃ, ইতি সৰ্ব্ব বিবাদ-শাস্তিঃ ।

‘অসাম্প্রতন্’ ন যুজাতে ইত্যর্থঃ ।

আসত্য ভাবাৎ “গিরীভূক্তনগ্নিনান্ দেবদত্তেন” ইত্যাদে রূপবাক্যত্বম্ ।

পদ্যোক্ত ছন্দোহনুরোধেন নাত্যাসন্ন-প্রয়োগেহপি ঐক্যত্ব-প্রতিধানেন আসন্ন-বুদ্ধ্যদয়-সামগ্রী-সম্ভাবেন বাস্তবিকাসম্মতে রব্যাহতত্বাৎ ন বাক্যাত্মরূপপত্তি রিতিতত্ত্বম্ । কিন্তু প্রত্যাসত্তিবুদ্ধ্যদয়-সামগ্রী-ব্যাঘাতকাত্তি-ব্যবহিত-প্রয়োগস্তু ঐষ্ট এবত্যবধেয়ম্ ।

“পরম্পরং সাকাক্ষরং বাক্যোচ্চয়ঃ”

অত্রোক্তাকাক্ষর-বাক্য-সমূহঃ, পুনর্মহাবাক্যং ভবতীত্যর্থঃ—যথা :—

পদ্যো রঘুবংশে ১ম সর্গে

“সোহহমাজন্মশুদ্ধানা” মিত্যাदि পঞ্চনশ্লোকাদারভ্য নবম শ্লোকং যাবৎ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকায়ক-মহাবাক্যেন তত্রভবতঃ কালিদাসস্ত রঘুবংশ-বর্ণন-প্রতিজ্ঞা, যথা বা কুমাৰে প্রথমত ত্রাবৎ হিমালয়-বর্ণন-শ্লোক-ষোড়শকং মহাবাক্যম্ এবং হিতোপদেশে মিত্রলাভাदि-গদ্য-পদ্য-দ্বয়ং মহাবাক্যমিতি দিক্ । বাক্যো পুনরুদ্ধেস্ত বিধেয় রূপং ভাগদ্বয়ং তিষ্ঠতি, তথাচ বিব্রিয়তে কিস্বিৎ ।

“দৈত্য গুরু শনি সহ, রাঙ্কেতু নবগ্রহ, করুণ প্রভাত শুভময়” ॥ ইত্যাদি পদ্য বাক্য এবং সৰ্ব্বমঙ্গলা আমাকে সৰ্ব্বাপদে পরিত্রাণ করিবেন ইত্যাদি রূপ-সদৃশ বাক্য ।

“যোগ্যতার অভাবে” অগ্নি দ্বারা সেক করিতেছে ইত্যাদি রূপ বাক্য হয় না অগ্নির সেক ক্রিয়াতে অঘরের ক্ষমতা নাই ইহাই বাধ, এরূপ বাক্য অপবাক্য ।

“শিবপূজা করেন, স্থখে শয়ন,” এইরূপ স্থানে প্রত্যেক সমাপিকা ক্রিয়াতে আঁকাঙ্ক্ষা বিচ্ছেদ হেতু বাক্য ছিন্ন হইল কিন্তু মিলিত এক বাক্য-ভাব ধারণ করিল না ।

উদ্দেশ্য-বিধেয়-বোধঃ ।

“সিদ্ধত্বেন নির্দিষ্ট-মানত্ব যুদ্দেশ্যত্বম্” ।

অন্ত্যর্থঃ—বাক্যে সিদ্ধরূপেণ যন্ত নির্দেশো ভবতি তত্ৰুদ্দেশ্য মিত্যর্থঃ, তত্রাচক পদমপি তথা ব্যবহ্রিয়তে ব্যাপদেশাৎ ॥ “তথা সাধ্যত্বেন নির্দিষ্ট মানত্বং বিধেয়ত্বঃ” । অন্ত্যর্থঃ—সাধ্যত্বেন সাধনীয়-রূপেণ যন্ত নির্দেশো ভবতি তৎ বিধীয় মানত্বাৎ বিধেয় মিত্যর্থঃ তত্রাচক-পদস্তাপি বিধেয়ত্বং ব্যাপদেশাৎ ।
যথা : —

গিরি অগ্নিমান্, দেবদত্ত কর্তৃক ভুক্ত, এইরূপ অর্থে গিরি ভুক্ত অগ্নিমান্ দেবদত্ত কর্তৃক এইরূপ আসত্তি বিহীন প্রয়োগে বাক্য হয় না । পদ্যে ছন্দের অনুরোধে যে অনাসন্ন প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাহাতেও সামগ্রী বশতঃ বাচ্যিতি অন্বয় প্রাণিধান দ্বারা সামান্য বুদ্ধ্যুদয়ে আসত্তির ব্যাঘাত না ঘটায় বাক্য হয় । যদি অতি ব্যবধান প্রয়োগ বশতঃ তাদৃশ বুদ্ধ্যুদয়ে ব্যাঘাত ঘটে তবে পদ্যে ও বাক্যত্ব হানি ঘটে ।

মহাবাক্য ।

সেই রূপ পরস্পর আকাঙ্ক্ষা যুক্ত বাক্য সমূহ, মহাবাক্য হয় । ‘নির্বাসিতাশীতা’ প্রভৃতি পদ্য মহাবাক্য । “সীতার বনবাস” প্রভৃতি গদ্য মহাবাক্য ।

প্রত্যেক বাক্যেই উদ্দেশ্য ও বিধেয় এই দুইটি ভাগ থাকে তৎপ্রকার ও কিছু বিবরণ করা যাইতেছে ।

উদ্দেশ্য-বিধেয়-বোধ ।

বাক্যে যাহা সিদ্ধরূপে উদ্দিষ্ট অর্থাৎ উল্লিখিত হয় তাহা উদ্দেশ্য, আর যাহা বিধাতব্য অর্থাৎ সাধ্য রূপে উল্লিখিত হয়

দেবদত্তো ভুক্তবান্” এবং বাক্যে সিদ্ধরূপস্ত দেব-দত্তস্ত, তদ্বাচক-পদস্ত চ উদ্দেশ্যত্বং সাধ্য-ভূতস্ত ভোজনস্য অংশতন্তদ্বাচক-ভুক্তবান্ ইতি পদস্যাপি বিধেয়ত্ব মিতি, এবং দিশা সর্বত্র বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভেদো বিচারণীয় ইতি । এবম্ উদ্দেশ্যান্বিতানি কারকানি বিশেষণানি চ উদ্দেশ্যাংশে, বিধেয়ান্বিতানি কারকানি বিশেষণানি চ বিধেয়াংশে পরিগৃহণীয়ানীতি । এতাবত্বেব বাক্য-ব্যবহারে সিদ্ধে জটিলত্বাদি-ধর্ম্মতোহকিঞ্চিংকরণ্যবাস্তব-ভেদ-সন্দোহ-নিরূপণ প্রয়াসেন কিমিতি ।

তাহা বিধেয় হয় । যথাঃ—“দেবদত্ত খাইয়াছেন” এই বাক্যে সিদ্ধরূপে উল্লিখিত দেবদত্ত উদ্দেশ্য, আর ভোজন বিধেয় হইয়াছে । উপচার বশে উদ্দেশ্য বাচক পদ উদ্দেশ্য আর বিধেয় বাচক পদ বিধেয় বলিয়া ব্যবহৃত হয়, অতএব উল্লিখিত বাক্যে দেবদত্ত পদ উদ্দেশ্য আর খাইয়াছেন এইটী বিধেয় পদ হইয়াছে এই রূপ দিশায় সর্ব বাক্যেই উদ্দেশ্য বিধেয় ভাগ বিচার করিয়া লইতে হইবে । উদ্দেশ্যান্বিত বিশেষণ কি কারক পদ উদ্দেশ্য ভাগে আর বিধেয়ান্বিত বিশেষণ কি কারক পদ বিধেয় ভাগে পরিগৃহীত হয় । এই পর্য্যন্ত জানিলেই বাক্য ব্যবহার সম্পন্ন হয় আর সরলত্ব জটিলত্ব প্রভৃতি দ্বারা বাক্য ভেদ নিরূপণ প্রায়শ্চ নিশ্চয়োজন ।

বাক্যবোধঃ সমাপ্তঃ ।

—*—

বাঙ্গাল। ছন্দোপক্রম ।

সংজ্ঞাপ্রকরণ ।

हृन् ।

সম্ভাব্যকর বা ক্যানিয়াক, বন্ধ বিশেষ । পয়ারাদি ।

মাত্রাক্ষর প্রতিনিয়ত পরিচ্ছেদকে চরণ, পাদ বা পদ বলে। যেমন পয়ার পদ্যে চতুর্দশাক্ষর পরিচ্ছিন্ন, অংশ এবং ত্রিপদীতে অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষরাদি পরিচ্ছিন্ন অংশ।

१८३ ।

ছন্দ নিয়মিত-পাদ, বাক্যকে পদ্য, শ্লোক, বা কবিতা বলে। বাঙ্গালায় দ্বিপদী, চতুষ্পদী, ষট্পদী ও অষ্টপদী পদ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মিত্রাঙ্কর !

চরণদ্বয় বা অংশদ্বয়ের শেষাক্ষরে মিল (মিত্রতা) থাকিলে মিত্রাক্ষর পদ্য হয়। বাঙ্গালায় প্রায় সকল ছন্দেই মিত্রাক্ষর পদ্য রচিত হয়। ~~ইহা~~ ^{ইহা} ~~সং~~ ^{সং} সমাজে বহুমানাম্পদ। আধুনিক বঙ্গ কবিদিগের মতে মিত্রাক্ষরে শেষ বর্ণের ন্যায় উপান্ত্য স্বরেরও অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণের পূর্ববর্তী স্বরেরও মিল (মিত্রতা) আবশ্যক।

প্রথম-চতুর্থ-মিত্রাকর যথা !

দয়াবতী তুমি নদী শ্রান্ত পথি জন,

বসিয়া তোমার কূলে শ্রান্তি করে নাশ ।

তব জলে স্নান করি শীতল বাতাস,
• মৃদু ভাবে করে তারে চামর বাজন ॥

(পদ্যপাঠ) ।

উল্লিখিত পদো প্রথম ও চতুর্থ পাদ শেবাঙ্কর মিত্র, অন্য দুই পদে ক্রম-
মিত্রতা স্পষ্টই আছে ।

প্রথম ও তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে মিত্রাঙ্করতা
হইলে, একান্তর মিত্রাঙ্কর বা পর্য্যায় মিত্রাঙ্কর বলা যায় ।
কেহ ইহাকে “পর্য্যায় সম” বলে । যথা—

“না বাছা ! বলিতে কথা বিদরে হৃদয়
সংসার ললাম সেই কুসুম শোভন,
কোরক সময়ে কাল কীট নিরদয়—
ছেদিয়াছে বস্তু তার হরেছে জীবন ॥”

(পদ্যপাঠ) ।

পর্য্যায় মিত্রাঙ্কর পদ্যে শেষে মিত্রাঙ্কর দ্বিপদী পদ্য যোগ
দিয়া যে ষট্ পদী পদ্য হয় তাহাকে “পর্য্যায়শেষ-মিত্রাঙ্কর”
বলা যায় । কেহ কেহ ইহাকে “পর্য্যায়শেষ সম” বলে । যথা—

বণিতারো বহুমানো তুমি সংবর্দ্ধিত—
চিকণিয়া চন্দ্রমুখী মালা গাঁথি পরে ।
কুটিল কবরী তার কুসুমে জড়িত—
ফণিনীর শিরোমণি সপ্রমাণ করে ॥
রজত কাঞ্চন জানি যত মান যার,
পুষ্পাকারে অঙ্গে কেন উঠে অঙ্গনার ॥

(পদ্যপাঠ) ।

অমিত্রাঙ্কর ।

চরণদ্বয়ের শেবাঙ্করে মিল (মিত্রতা) না থাকিলে অমি-
ত্রাঙ্কর (পদ্য) হয়, এই পদ্য কেবল পয়ার ছন্দেই দেখা

যায় । বাঙ্গালায় এই পদ্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের
আবিষ্কৃত ॥ *

অমিত্রাক্ষর পয়ার * যথা—

শুনি লোক মুখে সখে চন্দ্রলোক তুমি ।

পর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগ শিশু ॥

পরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে ।

কি আর কহিব তবে ? শুনিলে হাসিবে ॥

ইত্যাদি বীরঙ্গনা কাব্যে ।

যতি ।

ছন্দ নিয়মিত বাক্যে অভীষ্ট উচ্চারণ বিচ্ছেদকে যতি,
বিরাম ও বিচ্ছেদ প্রভৃতি নামে নির্দেশ করা যায় ॥

সামান্য নিয়ম ।

ছন্দের অনুরোধে ছন্দ সংযমিত পদ্যে বর্ণাগম বর্ণ বিশ্লেষ
বর্ণপ্রসারণ ও বর্ণ বিকারাদি হয়, তাহা লোক ব্যবহারে
জ্ঞতব্য । যথা—

নির্দয়, নিরদয়, প্রীতি, পীড়তি ইত্যাদি ।

বাঙ্গালায় হসন্ত বর্ণও একটি অক্ষর বলিয়া গণ্য হয় এবং
অন্ত্য বর্ণ স্বরান্ত হইলেও হসন্ত রূপে উচ্চারিত হয় ॥

চরণ মধ্যে এক পাদ যতি, অর্দ্ধান্তে অর্দ্ধ যতি, ও পদ্যান্ত
পূর্ণ যতি পাতে পাঠ করিতে হয় ॥

* পয়ার লক্ষণ অদূরেই লিখিত হইবে ।

পর্যায়

সাধারণ লক্ষণ ।

প্রতি পাদে চতুর্দশ বর্ণ রহে যার ।
অষ্টম বর্ণের পরে বিশ্রাম জিহ্বার ॥
সর্ব রসে অব্যাহত, হয় ব্যবহার ।
স্বভাবসুন্দর ছন্দ এই সে ‘পর্যায়’ ॥

পর্যায়ের পাদ চতুর্দশ অক্ষরে সংযমিত, এবং প্রতিপাদে অষ্টমাক্ষরের পর যতি পড়িবে ।

বিশেষ নিয়ম ।

প্রথম পদ (বিভক্ত্যন্ত শব্দ) দুই কি চারি অক্ষরের হইলে দ্বিতীয় পদটি (বিভক্ত্যন্তটী) দুই না হয় চারি বর্ণে হওয়া আবশ্যক, প্রথম পদটি তিন অক্ষরের হইলে দ্বিতীয় পদটিও তিন অক্ষরের হওয়া আবশ্যক । এই প্রকার নিয়মসম্পন্ন পদ্য শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য হয় । যথা—

“ভারত পঞ্চজ রবি, মহামুনি ব্যাস ।

পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥”

সকল ছন্দের কবিতায়ই উক্ত নিয়মে দৃষ্টি রাখা কষ্টব্য ।

অষ্টমাক্ষরে যতি-পাত-নিয়মপ্রায়িক, সপ্তমাক্ষরের পরেও কচিৎ—পাঠ বিচ্ছেদ, দেখা যায় । যথা—

“চোর, বিদ্যা বিচার, আমার নহে পণ ।

চোর সহ কি বিচার করে সাধু জন ॥”

বিদ্যাসুন্দর ।

৮ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও অষ্টমাক্ষরের পর যতি পাত নিয়মে এবং উপাস্ত্য স্বরের মিত্রতা নিয়মে উপেক্ষা করিয়াছেন । যথা—

বিনোদিনী যখন, বিনায়ে বান্ধে বেলী ।

পুরুষে বাঁধিতে শিরে ধরয়ে নাগিনী ॥

(বাসবদত্তা) ।

পয়ারে সর্ব্বরস-ব্যঞ্জক রচনা হয় । ওজোগুণব্যঞ্জক রচনায় প্রথম ও নবম বর্ণ গুরু এবং অষ্টমাক্ষরে যতি আবশ্যক । প্রসাদগুণব্যঞ্জক রচনায় যত কোমল ও অসংযুক্তাক্ষর প্রয়োগ হয় ততই ভাল ॥

—o*o—

ভঙ্গপয়ার । (বিষম পাদবৃত্ত)

যদি প্রথম অষ্টাক্ষর পুনরাবৃত্ত হইয়া ১৬ মৌল অক্ষরে প্রথম পাদ রচিত হয় আর দ্বিতীয় পাদ ১৪ অক্ষরেও মিত্রাক্ষর হয় তবে ভঙ্গপয়ার হয় । যথা—

“পণে ভাতি কেবা চায় পণে জাতি কেবা চায় ।

প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥”

(বিদ্যাসুন্দর) ।

রঙ্গিল পয়ার ।

পয়ার-পাদ-শেষে ‘না’ ইত্যাদি কোন অক্ষর যোগে ১৫ পঞ্চদশ অক্ষরে মিত্রাক্ষর পাদ রচিত হইলে ‘রঙ্গিল পয়ার’ বলে । যথা—

“পরের পাইলে দোষ, কোন মতে ছাড়না ।

আপন কুনীতি প্রতি, নাহি মাত্র তাড়না ॥”

আত্ম ছিদ্রে বাও নিদ্রে, শাস্তি কথা পাড়না ।

বিবেক ঔষধ কভু চিন্তা খলে মাড়না ॥”

(প্রভাকর) ।

তরল পয়ার ।

যদি পয়ার পাদে চতুর্থ ও অষ্টম বর্ণে যতি পড়ে এবং চতুর্থ বর্ণান্তাংশে ও অষ্টম বর্ণান্তাংশে পরস্পর মিত্রাক্ষর হয় তবে তরল পয়ার বলে । যথা—

“বিনা সূত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার ।

কিবা শোভা মনোলোভা অতি চমৎকার ॥

পদ্ম সঙ্গে গাঁথে রঙ্গে স্থলপদ্ম ভালো ।

মাঝে মাঝে গন্ধরাজে, মার করে আলো ॥

সম ভাগ, গাঁথে নাগ; কেশর ধাতকী ।

সর্ব শেষ, গাঁথে বেশ, কুসুম কেতকী ॥

তুলা নাই, কোন ঠাই, একি অসম্ভব ।

দৃষ্টিমাত্র, কাঁপে গাত্র, জন্মে মনোভব ॥”

(কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর) ।

বিশাখ পয়ার ।

শেষে ‘হে’ রে’ ইত্যাদি এক একটা অব্যয় অক্ষর যোগে যে পঞ্চদশাক্ষর পাদ পয়ার হয়, তাহার প্রতি পাদের শেষস্থ ‘হে’ রে’ ইত্যাদি অব্যয়টি ব্যতীত অষ্টম বর্ণের পরস্থ ছয় অক্ষর ঘটিত যে অংশ তাহার পুনরাবৃত্তি দ্বারা ২১ অক্ষরে পাদ সমাপ্ত হইলে (পয়ারে শাখা বিবর্দ্ধিত হয় বলিয়া) ‘বিশাখ-পয়ার’ বলে । ইহাকে ভঙ্গ পয়ারও বলা হয় । এইরূপে নির্মিত ত্রিপদীকেও বিশাখ ত্রিপদী বলে । বিশাখ পয়ার যথা—

সার্থক জীবন আর, বাহুবল তারহে, বাহুবল তার ।

আত্মনাশে করে যেই দেশের উদ্ধার হে দেশের উদ্ধার ॥

(পদ্মিনীর উপাখ্যান) ।

ত্রিপদীর সাধারণ লক্ষণ ।

দ্বিখণ্ডে কবিতা হয়, প্রতি খণ্ডে পাদ ত্রয়,

ত্রিযতিতে নিয়মিত হয় ।

প্রথম, দ্বিতীয় পদে, তৃতীয়, তৃতীয়-পদে,

পরস্পার শেষ মিলে রয় ॥

প্রথম দ্বিতীয় যতি, পাঠের অল্প বিরতি,

তৃতীয়ান্তে অর্দ্বৈক বিরাগ ।

ত্রিপদের সমাহার, একোদ্যমে পাঠাচার,

ইহার ত্রিপদী, তেই নাগ ॥

ত্রিযতিযুক্ত ত্রিপদে এক একটি ভাগ, এইরূপ দুই ভাগে যে ছন্দের পদ্য রচিত হয়, তাহাকে পদ্যের এক একটি অংশ তিন তিন পদের সমাহাররূপ হওয়ার) 'ত্রিপদী' ছন্দ কহে। এই ছন্দে ষটপদী পদ্য নির্মিত হয়।

ত্রিপদীর বিশেষ ভেদ দেখান যাইতেছে।

— * —

(ক) লঘুত্রিপদী ।

যদি প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ ছয় অঙ্করে এবং পরস্পর মিত্রাঙ্কর হয়, আর তৃতীয় পাদ আট অঙ্করে, রচিত ও অপরাধের তৃতীয় পাদের সহিত, মিত্রাঙ্কর হয়, তবে লঘু 'ত্রিপদী' কহে যথা—

"উরু গুরু গুরু, হিয়া দুক দুক, কাঁপায় আবেশ রসে ।

ক্ষণে আগে যার, ক্ষণে পাছে যায় অবশ অঙ্গ অলসে ॥”

(विद्यासुन्दर) ।

(খ) অন্যবিধ লঘু ত্রিপদী ।

প্রথম দ্বিতীয় পাদে সাতটি সাতটি এবং তৃতীয়ে নয়টি
করিয়া অক্ষর থাকিলেও লঘু ত্রিপদীই বলে । যথা—

“বান বান কঙ্কণ, নূপুর রণ রণ,

ঘুহু ঘুহু বুজ্জ র বোলে ।

লট পট কুন্তল,

কুণ্ডল ঝল মল,

পুলকিত যুগ্ম কপোলে ॥”

(বিদ্যাসুন্দর) ।

(গ) দীর্ঘ ত্রিপদী ।

প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে আটটি করিয়া ও তৃতীয় পাদে ১০
দশটি করিয়া অক্ষর থাকিলে দীর্ঘ ত্রিপদী বলে যথা—

কালীয় দহের জলে, কুমারী কমল-দলে,

গজ গিলে উগারে অঙ্গনা ।

অতি ক্লেশদরী বালা, মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা,

শশীমুখী খঞ্জন নয়না ॥”

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী) ।

সাধারণ ভাষায় বিরল-প্রচার, ত্রিপদীর অন্ত্য-প্রভেদ ছন্দোবোধে
জ্ঞাতব্য ।

চৌপদী বা চতুষ্পদী ।

বাহাতে প্রত্যেক্কে চতুর্থতি যুক্ত চারিটি করিয়া পদ থাকে,
ও এক উদ্যমে পঠিত হয়,—দুই খণ্ডে অর্ক পদে পদ্য সম্পন্ন
হয়, এবং প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ অক্ষর সংখ্যায় সমান

অথচ পরস্পর শেবাঙ্কর মিত্র হয়, আর চতুর্থ ও অষ্টম পদ, পূর্ব পূর্ব ত্রিপদাপেক্ষায় দু'নাঙ্কর ও পরস্পর শেবাঙ্কর মিত্র হয়, তাহাকে (এক এক অর্কে চারিপদের সমাহার এই অর্থে) 'চৌপদী' বা 'চতুষ্পদী' কহে।

সামান্য লক্ষণ।

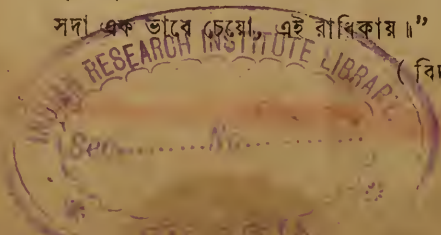
অর্কে চারি বটি হয়, তাতে পদ চতুর্কয়, ণ
অর্কান্তে বিরাম হয়, বিশেষে পাঠের।
তিনপদ সম হয়, চতুর্থটি উন রয়,
প্রথম দ্বিতীয় হয়, তৃতীয় মিলের ॥
এইরূপ খণ্ডদ্বয় শেবাঙ্কর মিত্র হয়,
একক্রমে অর্ক হয়, যাহাতে পঠিত।
চৌপদের সমাহার, চৌপদী নাম ইহার,
দুই খণ্ডে কবিতার, পূর্ণতা নিশ্চিত ॥

(ক) দীর্ঘ চৌপদী।

যদি চতুর্থ ও অষ্টম ভিন্ন পদে আট কি ততোধিক অঙ্কর থাকে আর চতুর্থ ও অষ্টম পদে অন্য পদ হইতে এক কি দুই অঙ্কর ন্যূন থাকে তবে দীর্ঘ চৌপদী হয়। যথা—

“তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নহে ভীতি,
রহে যেন রীতি নীতি, নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো, আর দিকে নাহি চেয়ো,
সদা এক ভাবে চেয়ো, এই রাধিকায় ॥”


(বিদ্যাসুন্দর)।







PK Kalidasa
875 Sruta bodhah
K3
1908



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
